



# আরবী হরফ পরিচিতি

পাঠদান নির্দেশিকা :

হরফ গুলো উচ্চারণের সুবিধার্থে, হরফের নাম আরবীতে লেখা হয়েছে এবং মাখরাজ নম্বরও দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত মাখরাজ সমন্বে আছে।

\* যে হরফে 8 লিখা আছে সে হরফটি 4 অলিফ পরিমাণ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে (তার সংখ্যা ১৫টি)। যে হরফে 1 লিখা আছে সে হরফটি 1 অলিফ পরিমাণ লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে (তার সংখ্যা ১২টি)। যে হরফে X চিহ্ন আছে সে হরফটি উচ্চারণে লম্বা হবে না (তার সংখ্যা ২টি)।

<b>ج</b> জিম্ম ৮	<b>ث</b> মাখরাজ নম্বর- ৬	<b>ت</b> মাখরাজ নম্বর- ১৩	<b>ب</b> মাখরাজ নম্বর- ১১	<b>ا</b> মুখের খোলা ভাবণা থেকে
মোট হরফ <b>ر</b> রা ১	মোট হরফ <b>ذ</b> ডাল ৮ ০	মোট হরফ <b>د</b> ডাল ৮ ০	মোট হরফ <b>خ</b> খা ১	মোট হরফ <b>ح</b> হা ১
মোট হরফ <b>ض</b> ضاد ৮	মোট হরফ <b>ص</b> صاد ৮ ০	মোট হরফ <b>ش</b> শين ৮	মোট হরফ <b>س</b> سين ৮	মোট হরফ <b>ز</b> زما ১
মোট হরফ <b>ف</b> ফা ১	মোট হরফ <b>غ</b> غين ৮ ০	মোট হরফ <b>ع</b> عين ৮ ০	মোট হরফ <b>ظ</b> ঝা ১	মোট হরফ <b>ط</b> তা ১
মোট হরফ <b>ن</b> নুন ৮	মোট হরফ <b>م</b> মিম ৮	মোট হরফ <b>ل</b> لام ৮	মোট হরফ <b>ك</b> কাফ ৮	মোট হরফ <b>ق</b> কাফ ৮
আরবী হরফ মোট ২৯ টি	<b>ي</b> মাখরাজ নম্বর- ৬	<b>ء</b> হেন্তে ১	<b>ه</b> মাখরাজ নম্বর- ১	<b>و</b> ওআ ৮



## ইলমুত তাজউয়ীদ

**تَجْوِيدٌ** তাজউয়ীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিন্যাস, সুন্দর করা ও সাজানো। পারিভাষিক অর্থে যে ইলমের মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীম এর প্রতিটি মাখরাজ ও সিফাত যথাযথভাবে জানা যায়, তাকে ইলমুত তাজউয়ীদ বলা হয়।

কুরআন তিলাওয়াতের ৩টি **طَرْزٌ** বা ৩ রয়েছে যেমন: (১) **تَزْتِيلٌ** ধীরে-ধীরে।  
 (২) **تَذْوِيرٌ** মধ্যম পছায়। (৩) **حَذَرٌ** দ্রুত গতি বা তাড়াতাড়ি।

## প্রশ্ন উত্তর

১	প্রশ্ন:	আরবী হরফ কয়টি ও কি কি? <b>উত্তর</b> আরবী হরফ ২৯টি। যথা: <b>اب ت ث ح خ د ذ ر ز س ش ص ط ظ ع غ ق ك ل م ن و ۳۴</b>
২	প্রশ্ন:	২৯ টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে ৪ আলিফ টান হয়? <b>উত্তর</b> ১৫টি যথা: <b>ج د ذ س ش ص ع غ ق ك ل م ن و</b>
৩	প্রশ্ন:	২৯টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে ১ আলিফ টান হয়?
	<b>উত্তর</b>	<b>ب ت ث ح ر ز ط ظ ف ه ي</b>
৪	প্রশ্ন:	২৯টি হরফের মধ্যে, কয়টি হরফে কোন টান হয় না?
	<b>উত্তর</b>	২ টি যথা: <b>ء ا</b>
৫	প্রশ্ন:	মোটা হরফ কয়টি ও কি কি? <b>উত্তর</b> ৭ টি যথা: <b>ص ض ط ظ غ ح ق</b>
৬	প্রশ্ন:	কয়টি হরফ উচ্চারণে ঠোঁট গোল হয়? <b>উত্তর</b> ২টি যথা: <b>و ن</b>
৭	প্রশ্ন:	নুকৃত্বা ওয়ালা হরফ কয়টি? <b>উত্তর</b> ১৫টি।
৮	প্রশ্ন:	নুকৃত্বা ছাড়া হরফ কয়টি? <b>উত্তর</b> ১৪টি।
৯	প্রশ্ন:	তাজউয়ীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ কি? <b>উত্তর</b> সুন্দর বা বিন্যাস করা।
১০	প্রশ্ন:	কুরআন তিলাওয়াতের তর্ফ বা ৩ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	৩টি। যথা: (১) <b>تَرْتِيلٌ</b> ধীরগতি (২) <b>تَذْوِيرٌ</b> মধ্যমগতি (৩) <b>حَذَرٌ</b> দ্রুতগতি
১১	প্রশ্ন:	সহীহ ভাবে কুরআন শেখার জন্য কার কাছে যাওয়া উচিত?
	<b>উত্তর</b>	অবশ্যই দক্ষ কারী সাহেবের নিকট যাওয়া উচিত।



## মাখরাজ পরিচিতি

মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান। আরবী হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী ২৯ টি হরফ উচ্চারণ করার জন্য বৃহত্তম ৩০টি জায়গা রয়েছে যেমন: গলা, জিহ্বা, ঠোঁট এ ও ৩০টি জায়গা থেকে স্ফুরতম ১৫টি জায়গা/মাখরাজের মাধ্যমে ২৮টি হরফ উচ্চারিত হয়।

আলিফের নিয়ম কোন মাখরাজ নেই তবে আলিফ মাদের হরফ হিসেবে মুখের খোলা জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়।

- \* গলা/ কঠনালী হতে ৩টি মাখরাজ, ৬টি হরফ।
- \* মুখের ভিতর হতে ১০ টি মাখরাজ ১৮ টি হরফ।
- \* দুই ঠোঁট হতে ২টি মাখরাজ ৪টি হরফ।

বিঃদ্রঃ ক্রমানুসারে মাখরাজ মুখস্থ করার কোন প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র মাখরাজ অনুসারে হরফগুলো সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন।

### কঠনালীর মাখরাজ ৩টি

- ১) কঠনালীর শুরু হতে ২টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ২) কঠনালীর মধ্যাখান হতে ২টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ৩) কঠনালীর শেষ ভাগ হতে ২টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----

৫  
৪  
৩

### মুখের ভিতর থেকে ১০টি মাখরাজ

- ৪) জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে একটি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ৫) জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ৬) জিহ্বার মধ্য হতে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ৭) জিহ্বার গোড়ার কিনারা তার বরাবর উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ৮) জিহ্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ৯) জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ১০) জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ১১) জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়-----
- ১২) জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়-----
- ১৩) জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ৩টি হরফ উচ্চারিত হয়-----

ق  
ك  
ج  
ض  
ل  
ن  
ر  
ط  
س  
ذ

### দুই ঠোঁট হতে ৪টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ

- ১৪) নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----
- ১৫) দুই ঠোঁটের ভেজা জায়গা হতে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----

ف  
ب  
م  
و

দুই ঠোঁটের শুরু জায়গা হতে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----

দুই ঠোঁটে গোল করে সামান্য খোলা রেখে ১টি হরফ উচ্চারিত হয়ঃ-----

**বিঃদ্রঃ ১।** ৩টি হরফ মুখের খোলা জায়গা আর ২টি হরফ নাকের বাঁশির সহযোগিতা নিয়ে উচ্চারিত হয়।



## মোটা হরফের পরিচয়

আরবী ২৯ টি হরফের মধ্যে ৭টি মোটা হরফ আছে। তিলাওয়াত করার সময় মুখের ভেতর থেকে জিহ্বার সাহায্যে মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়।

৭টি হরফ :

ص	ض	ط	ظ	غ	خ	ق
---	---	---	---	---	---	---

এ ছাড়াও আরো ২টি হরফ আছে, হরকত ব্যবহার অনুযায়ী কোন কোন সময় মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। এ ২টি হরফ হচ্ছে (ر) (ل) বিস্তারিত তাজউয়ীদ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

বিঃদ্রঃ নিচের ৮টি হরফ উচ্চারণ করার সময় অনেকেরই ঠোঁট গোল হয়ে যায়, মনে রাখতে হবে ঠোঁট গোল করলে এ হরফগুলো তার মাখরাজ এবং সিফাত থেকে সঠিকভাবে আদায় হয় না। পেশের উচ্চারণ ব্যতীত যবর এবং যেরের উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটকে সোজা রেখে গোল না করে উচ্চারণ করতে হবে।

ص	ض	ط	ظ	غ	خ	ق
---	---	---	---	---	---	---

- \* শুধু মাত্র (و) (ع) উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হবে।
- \* (و) তে, হরফ এবং হরকত উভয়টাই উচ্চারণ করার সময় ঠোঁট গোল করে উচ্চারণ করতে হবে।

### পাশাপাশি হরফের উচ্চারণের পার্থক্য

ف	ح		ز	ذ
ع	ع		س	ص
ذ	ظ		ض	د
ظ	ض		ط	ت
ز	ح		ك	ق
ح	ذ		ঢ	ঢ





## مُرَكَّب مুরাক্কাব

‘মুরাক্কাব’ অর্থ সংযুক্ত, মিলানো, একত্রিত করা। আরবী হরফ দিয়ে যখন আরবী বাক্য লিখা হয় তখন বেশীর ভাগ হরফের আসল রূপ থাকেনা, হরফগুলো মিলিত অবস্থায় হরফের ডানদিকের মাথা দেখে চিনতে হয়।

২৯ টি হরফের মধ্যে ২২ টি হরফ শব্দের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে (مُرَكَّب) মুরাক্কাব বা সংযুক্ত হয়। যেমনঃ

بِنِيَتْشْفَقْسْشَصْضَطْظَجْخَعْلَكْهَمْ	بِنِيَتْشْ	فَقْ	سْشْ	صْضْ	ظَظْ	جَحْلَكْهَمْ
بِنِيَتْشْ	فَقْ	سْشْ	صْضْ	ظَظْ	جَحْ	لَكْهَمْ
*	عَ	لَكْ	هَمْ			
دَذْرَزْ وَا						
بِشِيرْ	لَذِيدْ	أَحْمَدْ				
خُوفَا	الْأَهُو	عَزِيزْ				
عَ هামَوَاهْ						
হরফের উপরে নিচে বসিয়ে লিখা হয়।						
وَنْعَ مِنْ	الْأَفْعَدَةْ	يَوْمَئِذْ				

\*আমাদের দেশে প্রচলিত কুরআন শিক্ষার সকল পদ্ধতিতেই বলা হয় ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়। বাকি ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আসলে ২৮টি হরফই মুরাক্কাব হয়। শুধু মাত্র ৫ হরফটি কোনো ভাবেই মুরাক্কাব হয় না।



## মুরাক্কাব অবস্থায় ২৯ হরফের বিভিন্ন রূপ

শব্দের শেষে	শব্দের মাঝে	শব্দের শুরুতে	বিভিন্ন রূপ	হরফ
খোফা	কিমাল	احمد	ا لا با	ا
حبيب	لباب	بعثر	ب پ ب	ب
نزلت	يتوب	ترحم	ت ز ت	ت
ابعث	مثال	ثمود	ث ه ث	ث
رأي	جميل	يجيب	ج ج ج	ج
صحيح	محرم	حميد	ح ح ح	ح
ينفح	يخلق	خلفة	خ خ خ	خ
حديد	يدخل	داخل	د د د	د
لذهب	يدذهب	ذاهب	ذ ذ ذ	ذ
بشر	يرحم	رفيع	ر ر ر	ر
عزيز	يزيد	زبور	ز ز ز	ز
جليس	نسمع	سميع	س س س	س
فاحش	نشهد	شهيد	ش ش ش	ش
مخلص	صادق	صدق	ص ص ص	ص



## মুরাক্কাব অবস্থায় ২৯ হরফের বিভিন্ন রূপ

শব্দের শেষে	শব্দের মাঝে	শব্দের শুরুতে	বিভিন্ন রূপ	হরফ
البغض	مضل	صاحب	ض ض ض	ض
محيط	طعم	طعام	ط ط ط	ط
يُلْفَظ	يُظْلِم	ظالم	ظ ظ ظ	ظ
سَيِّع	يَعْلَم	عالِم	ع ع ع	ع
بَلِيج	يَغْيِب	غائب	غ غ غ	غ
لَطِيف	يَفْتَح	فَاتَع	ف ف ف	ف
شَفِيق	عَقْب	قلوب	ق ق ق	ق
مَالِك	كَبِير	كبير	ك ك ك	ك
خَلِيل	لَيْلَة	لحاف	ل م ل	ل
كَرِيم	مَجْمَع	مجلس	م م م	م
يَسِين	مَنِير	نقيب	ن ن ن	ن
مَنْجُو	طَوِيل	وقف	و و و	و
لَهُ	مَهْلِك	هالك	ه ه ه	ه
مَلَاء	لَئِيم	أليم	ء ء ء	ء
مَوْسِي	أَمِين	يمين	ي ي ي	ي

# পশ্চ উত্তর

১	প্রশ্ন:	মাখরাজ শব্দের অর্থ কি?	উত্তর বের হওয়ার স্থান।
২	প্রশ্ন:	মাখরাজ কাকে বলে?	
	উত্তর	হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।	
৩	প্রশ্ন:	আরবী হরফ উচ্চারণ করার জন্য কয়টি জায়গা রয়েছে?	
	উত্তর	তিটি। যথা: গলা, জিহ্বাহ, ঠোঁট।	
৪	প্রশ্ন:	গলা, জিহ্বাহ ও ঠোঁট থেকে কয়টি মাখরাজ রয়েছে? <b>উত্তর</b> ১৫টি মাখরাজ।	
৫	প্রশ্ন:	১৫টি মাখরাজ থেকে কয়টি হরফ উচ্চারিত হয়? <b>উত্তর</b> ২৮টি	
৬	প্রশ্ন:	গলা থেকে কয়টি মাখরাজ ও কয়টি হরফ?	
	উত্তর	তিটি মাখরাজ ৬টি হরফ যথা: <b>ع ح خ</b>	
৭	প্রশ্ন:	জিহ্বাহ থেকে কয়টি মাখরাজ ও কয়টি হরফ? <b>উত্তর</b> ১০টি মাখরাজ <b>ق ح ش ي ض ل ن ر ط د ت ص س ز ظ ذ ث</b>	
৮	প্রশ্ন:	দুই ঠোঁট থেকে কয়টি মাখরাজ ও কয়টি হরফ?	
	উত্তর	২টি মাখরাজ ৪টি হরফ যথা: <b>و ب م ف</b>	
৯	প্রশ্ন:	৭টি মোটা হরফ ব্যতীত আর কোন্ হরফ পাতলা ও মোটা হয়?	
	উত্তর	হরকত ব্যবহার অনুযায়ী ২টি হরফ মোটা ও পাতলা হয় যথা: <b>ر ل</b>	
১০	প্রশ্ন:	কয়টি হরফ উচ্চারণে অনেকেরই ঠোঁট গোল হয়ে যায়?	
	উত্তর	৮টি হরফ যথা: <b>ص ض ط ظ ع خ ق ر</b>	
১১	প্রশ্ন:	মুরাক্কাব অর্থ কি? <b>উত্তর</b> মুরাক্কাব অর্থ সংযুক্ত/মিলানো।	
১২	প্রশ্ন:	আরবী হরফগুলো মিলানো অবস্থায় কি দেখে চিনতে হয়?	
	উত্তর	হরফগুলোর ডানদিকের মাথা দেখে চিনতে হয়।	
১৩	প্রশ্ন:	কয়টি হরফ শব্দের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে মুরাক্কাব হয়?	
	উত্তর	<b>ب ن ي ت ش ف ق ش ص ض ط ج ح خ غ ل ك ه م</b>	
১৪	প্রশ্ন:	কয়টি হরফ শব্দের শেষে মুরাক্কাব হয়? <b>উত্তর</b> ৬টি	<b>د ذ ر ز و ا</b>
১৫	প্রশ্ন:	কয়টি হরফ কখনো মুরাক্কাব হয় না? <b>উত্তর</b> ১টি	<b>ع</b>



## حَرْكَاتٌ: হরকতের পরিচয়

কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত মোট ১১টি চিহ্নের ব্যবহার

**১** উপরের চিহ্নটির নাম **যবর** **২** নিচের চিহ্নটির নাম **যের**

**৩** উপরের এক মাথা গোল চিহ্নটির নাম **পেশ**।

এক যবর, এক যের, এক পেশকে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। কিছুতেই দেরি করা যাবে না, দেরি করলে মাদ্দ হয়ে যাবে। অর্থের পরিবর্তন ঘটবে, তাতে নেকির পরিবর্তে গুনাহ হবে।

**৪** দুই **≡** যবর, দুই **≡** যের, দুই **፭** পেশকে **তানউয়ীন** বলে।

**৫** উপরের মাথা বাকা চিহ্নটির নাম **জ্যম**।

জ্যম ওয়ালা হরফ তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে একগ্রে একবার পড়তে হয়।

**৬** উপরের তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্নটির নাম **তাশদীদ**।

তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুই বার পড়তে হয়। প্রথম বার তার ডানদিকের হরকতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার তার নিজ হরকতের সঙ্গে।

**৭** উপরের চিহ্নটির নাম **খাড়া যবর**।

**৮** নিচের চিহ্নটির নাম **খাড়া যের**।

**৯** উপরের এক মাথা গোল চিহ্নটির নাম **উল্টা পেশ**।

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশকে মাদ্দ এর হরকত বলে। মাদ্দ এর হরকত হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

আলিফে যবর, যের, পেশ, জ্যম, হলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে।

যেমন: 

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۰	ۻ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



## যবরের উচ্চারণ

- যবরের উচ্চারণ বাংলা আকারের মত যেমন ১ **ব** + ১ = বা **ب** = বা
- \* যবরের উচ্চারণ করার সময় মুখ খোলা রেখে 'হা' করে উচ্চারণ করতে হবে \*
- যবরের উচ্চারণের পাশাপাশি দুটি যুক্তাঙ্করের উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি উচ্চারণ বার বার মাঝেক করতে হবে।

تَ	ت	بَ	ب	اَ	ا
خَ	خ	جَ	ج	شَ	ش
ذَ	ذ	دَ	د	خَ	خ*
سَ	س	زَ	ز	رَ	ر*
صَ	ض*	صَ	ض*	شَ	শ
عَ	ع	ظَ	ظ*	ظَ	়
قَ	ق*	فَ	ف	غَ	়
مَ	ম	لَ	ل	كَ	ক
هَ	হ	وَ	ও	نَ	ন
যোটা হবলের উচ্চারণ আকারের মত হবে না। ص-ف-ظ-়-ع-গ-ব-ব		يَ	ই	عَ	়

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

ت - ط	ب - ظ	خ - ح	ص - ض	د - د	ز - ز	س - س
خ - ز	ع - ر	غ - ়	ل - ক	ف - ফ	ق - ক	় - গ
ذ - জ	জ - জ	় - জ	় - জ	় - জ	় - জ	় - জ



## শুধু মাত্র যবর দিয়ে বানান শিক্ষা

<b>أَخْذَ</b> সে ধরেছে	<b>طَلَعَ</b> সে উদ্বিত হয়েছে	<b>فَعَلَ</b> সে করেছে	<b>حَسَدَ</b> সে হিংসা করেছে
<b>مَنَعَ</b> সে নিয়েখ করেছে	<b>وَجَدَ</b> সে পেয়েছে	<b>رَقَبَ</b> সে পাহারা দিয়েছে	<b>جَمَعَ</b> সে জমা করেছে
<b>سَكَتَ</b> সে চুপ করেছে	<b>بَلَغَ</b> সে পৌছেছে	<b>حَشَرَ</b> সে একাত্তি করেছে	<b>رَفَعَ</b> সে উচ্চ করেছে
<b>طَبَخَ</b> সে রান্না করেছে	<b>حَكَمَ</b> সে ফারসালা করেছে	<b>ضَرَبَ</b> সে প্রহার করেছে	<b>نَصَرَ</b> সে সাহায্য করেছে
<b>حَطَبَ</b> সে লাকড়ি জমা করেছে	<b>حَجَرَ</b> সে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে	<b>جَعَلَ</b> সে তৈরী করেছে	<b>مَلَكَ</b> সে মালিক হয়েছে
<b>غَفَرَ</b> সে ক্রমা করেছে	<b>ظَلَمَ</b> সে যুলুম করেছে	<b>سَجَدَ</b> সে সিজদা করেছে	<b>نَصَبَ</b> সে দাঁড় করেছে
<b>فَجَرَ</b> সে পাগাচার করেছে	<b>رَجَعَ</b> সে ফিরেছে	<b>كَفَرَ</b> সে অধীক্ষার করেছে	<b>شَكَرَ</b> সে ওকরিয়া আদায় করেছে
<b>تَرَكَ</b> সে বর্জন করেছে	<b>نَثَرَ</b> সে ছড়িয়ে দিয়েছে	<b>عَقَدَ</b> সে গিট দিয়েছে	<b>خَلَعَ</b> সে খুলেছে



## যেরের উচ্চারণ

- যেরের উচ্চারণ বাংলা (ই = ফি) কারের মত যেমন ৪ ব + ফি = বি ব্ = বি
- \* যেরের উচ্চারণ করার সময় নিচের দিকে চাপ দিয়ে হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে \*
- \* যেরের উচ্চারণের পাশাপাশি দুটি হরকতের উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি উচ্চারণ বার বার মাঝেক্র করতে হবে। \*

تِ	تِ	بِ	بِ	اً	اً
حَ	حِ	جَ	جِ	ثِ	ثِ
ذَ	ذِ	دَ	دِ	خِ	خِ
سِ	سِ	زِ	زِ	رِ	رِ
ضِ	ضِ	صِ	صِ	শِ	শِ
عِ	عِ	ظِ	ظِ	طِ	طِ
قِ	قِ	فِ	فِ	غِ	গِ
مِ	مِ	لِ	لِ	گِ	কِ
هِ	هِ	وِ	وِ	نِ	নِ
	ঝ	ঝ	ঝ	ঞ	ঞ

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

تِ	-	তِ	-	ঝ	-	ঝ	-	ঝ	-	ঝ	-
ذَ	-	জِ	-	ঝ	-	জِ	-	ঝ	-	জِ	-
صِ	-	চِ	-	ঝ	-	চِ	-	ঝ	-	চِ	-



## ওধু মাত্র যবর এবং যের দিয়ে বানান শিক্ষা

<b>لَزْمٌ</b> তা অপরিহার্য হয়েছে	<b>خَسِيرٌ</b> সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে	<b>بِيَدِكَ</b> তোমার হাতে	<b>عِلْمٌ</b> সে জ্ঞানার্জন করেছে
<b>تَبْغٌ</b> সে অনুসরণ করেছে	<b>كَرْهَةٌ</b> সে অপগন্দ করেছে	<b>رَحْمَةٌ</b> সে দয়া করেছে	<b>سَيْعٌ</b> সে শ্রবণ করেছে
<b>نَعِمَّ</b> সে প্রশ়াস্তি লাভ করেছে	<b>لَعِبٌ</b> সে খেলেছে	<b>كَبِرٌ</b> সে বয়সে উপনীত হয়েছে	<b>حَبْطٌ</b> সে বিনষ্ট হয়েছে
<b>صَفَرٌ</b> সে খালি হয়েছে	<b>فَرَحٌ</b> সে খুশি হয়েছে	<b>قَبْلَ</b> সে কবুল করেছে	<b>خَشِيَّ</b> সে ভয় করেছে
<b>نَسِيَّ</b> সে ভুলে পিয়েছে	<b>بَقِيَّ</b> সে বাকী থেকেছে	<b>شَهَدَّ</b> সে উপস্থিত হয়েছে	<b>ضَعِيفٌ</b> সে দূর্বল হয়েছে
<b>حَمِيدٌ</b> সে প্রশ়ংসা করেছে	<b>فَشِيلٌ</b> সে দুর্বল হয়েছে	<b>مَرِضٌ</b> সে অসুস্থ হয়েছে	<b>حَفْظٌ</b> সে মুখ্যস্থ করেছে
<b>عَيْلَ</b> সে আমল করেছে	<b>قَرِيبٌ</b> সে নিকটবর্তী হয়েছে	<b>فَهِيَّ</b> সুত্রাং সে	<b>غَضِيبٌ</b> সে রাগ করেছে
<b>سَخِيرٌ</b> সে ঠাণ্ডা করেছে	<b>عَهْدٌ</b> সে দায়িত্ব পালন করেছে	<b>صَعِقَّ</b> সে বেহুশ হয়েছে	<b>حَسِبٌ</b> সে হিসাব করেছে



## পেশের উচ্চারণ

→ পেশের উচ্চারণ বাংলা (উ = এ) কারের মত যেমন : ব + এ = বু      ب = بু

\* পেশের উচ্চারণ করার সময় দুই ঠোক পোল করে মাঝখানে কাঁকা রেখে হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে \*

\* পেশের উচ্চারণের পাশাপাশি তিনটি হরকতের উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি উচ্চারণ বার বার মাথ্যক করতে হবে। \*

تْ تِتْ	ثْ	بِبْ	بْ	اً اً	أ
حَجْ	خْ	جَجْ	جْ	شْ شِشْ	شْ
ذَذْ	ذْ	دَدْ	دْ	خَخْ	خْ
سَسِسْ	سْ	زَزِزْ	زْ	رَرِرْ	رْ
ضَضِضْ	ضْ	صَصِصْ	صْ	شَشِشْ	شْ
عَعِعْ	عْ	ظَظِظْ	ظْ	طَطِطْ	طْ
قَقِقْ	قْ	فَفِفْ	فْ	غَغِغْ	غْ
مَمِمْ	مْ	لَلِلْ	لْ	كَكِكْ	كْ
هَهِهْ	هْ	وَوِوْ	وْ	نَنِنْ	نْ
		يَيِيْ	يْ	عَعِعْ	عْ

পাশাপাশি হরকতের উচ্চারণ এর পার্থক্য

ض - ظ	ه - ه	ح - ح	ض - ض	د - د	ط - ط
ز - ز	غ - غ	ع - ع	ك - ك	ق - ق	ذ - ذ
ذ - ذ	ج - ج	د - د	ظ - ظ	ز - ز	س - س



## শুধু মাত্র যবর, যের ও পেশ দিয়ে বানান শিক্ষা

<b>فُتْح</b> তা খোলা হয়েছে	<b>حَسْنَ</b> সে সুন্দর হল	<b>سُعْ</b> তা শ্রবণ করা হয়েছে	<b>قُتْلَ</b> তাকে হত্যা করা হয়েছে
<b>قُرِئَ</b> পাঠ করা হয়েছে	<b>هُدَىٰ</b> হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে	<b>حُشْرَ</b> জমা করা হয়েছে	<b>كُتِبَ</b> লেখা হয়েছে
<b>فُعِلَ</b> করা হয়েছে	<b>بُعِثَ</b> তাকে প্রেরণ করা হয়েছে	<b>بَعْدَ</b> সে দূরবর্তী হয়েছে	<b>أَذِنَ</b> তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে
<b>حَرْمَ</b> সে বর্ষিত হয়েছে	<b>نُصَرَ</b> তাকে সাহায্য করা হয়েছে	<b>كَرْمَ</b> সে সম্মানিত হয়েছে	<b>ضُرِبَ</b> তাকে প্রহার করা হয়েছে
<b>عُقدَ</b> গিট লাগানো হয়েছে	<b>فُقدَ</b> তাকে হারানো হয়েছে	<b>خُبِسَ</b> তাকে আটক করা হয়েছে	<b>وْجَدَ</b> তাকে পাওয়া গেছে
<b>حُسِبَ</b> তাকে গুণনা করা হয়েছে	<b>نُفَخَ</b> ফুঁক দেয়া হয়েছে	<b>فُهْمَ</b> বোধগম্য হয়েছে	<b>نُشِرَ</b> ছড়ানো হয়েছে
<b>خُلِقَ</b> তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে	<b>ذُكِرَ</b> তাকে শ্মরণ করা হয়েছে	<b>كُرِةَ</b> তা অপচন্দ করা হয়েছে	<b>بَصْرَ</b> সে দৃষ্টিপাত করেছে
<b>عُلَمَ</b> কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা হয়েছে	<b>رُزْقَ</b> তাকে রিয়িক দেয়া হয়েছে	<b>مُنَحَ</b> তাকে দান করা হয়েছে	<b>جُمِعَ</b> তা জমা করা হয়েছে

# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	হরকত কাকে বলে?
	<b>উত্তর</b>	এক যবর, এক যের ও এক পেশকে হরকত বলে। 
২	<b>প্রশ্ন:</b>	হরকতের উচ্চারণ কি করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	তাড়াতাড়ি করে পড়তে হয়।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	হরকতের উচ্চারণে দেরি করলে কি হবে?
	<b>উত্তর</b>	মাদ হয়ে যাবে, অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	আলিফ কখন হাম্যাত হয়?
	<b>উত্তর</b>	আলিফে যবর, যের, পেশ, জ্যম হলে।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	যবরের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
	<b>উত্তর</b>	“ট” আকারের মত হয়।
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	যেরের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
	<b>উত্তর</b>	“টি” ই কারের মত হয়।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	পেশের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
	<b>উত্তর</b>	“ু” উ কারের মত হয়।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	যবর উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
	<b>উত্তর</b>	যবরের উচ্চারণ করার সময় মুখ ফাঁকা রেখে “হা” করে উচ্চারণ করতে হবে।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	যেরের উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
	<b>উত্তর</b>	যেরের উচ্চারণ করার সময় নিচের দিকে হালকা চাপ দিয়ে, হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে।
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	পেশের উচ্চারণ করার নিয়মাবলি কি?
	<b>উত্তর</b>	পেশের উচ্চারণ করার সময় দুই টোট গোল করে, হালকা শক্ত করে উচ্চারণ করতে হবে।
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত ১১টি চিহ্ন কি কি?
	<b>উত্তর</b>	যথা: 



## • تَنْوِينٌ • তানউয়ীনের উচ্চারণ

দুই যবর = দুই যের = দুই পেশকে = তানউয়ীন বলে।

(তানউয়ীন মূলত গোপনীয় নন)

তানউয়ীনের ব্যবহার আমরা তাজউয়ীদ অধ্যায়ে শিখেছি। এখানে সাধারণভাবে তানউয়ীনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

### দুই যবরের উদাহরণ

দুই যবর যেখানে আলিফ থাকবে সেখানে, বানান করার সময় আলিফ বলতে হবে না।

<b>أَسْفًا</b> আফসোস করা	<b>ذُلْلًا</b> মসৃণ হওয়া	<b>سَلِمًا</b> নিরাপদ হওয়া	<b>حَسَدًا</b> হিংসা করা	<b>عَمَلًا</b> কাজ করা
গোল তাত্ত্বে দুই যবর হলো আলিফ থাকবে না।	মসৃণ হওয়া	নিরাপদ হওয়া	হিংসা করা	কাজ করা

### দুই যেরের উদাহরণ

<b>لَبَن</b> দুধ	<b>نَفَقَةٌ</b> খোরপোষ	<b>بِقَبِيسٍ</b> অঙ্গার	<b>كَذِبٌ</b> মিথ্যা	<b>بَدَارٌ</b> রক্ত নিয়ে
শতক	আঙ্গুর	খুটি	যবর	প্রাণ/আত্মা

### দুই পেশের উদাহরণ

<b>حُمْرٌ</b> কয়েকটি গাঢ়া	<b>قَطْعٌ</b> কিছু টুকরা	<b>سُرُورٌ</b> কয়েকটি খাট	<b>أَحَدٌ</b> একজন	<b>بَقَرَةٌ</b> একটি গাড়ী
তাবু	কয়েকটি কিতাব	ধুলিকগা	একটি কাজ	কিছু কাট



## سَكِّين - জ্যমের উচ্চারণ

 **উপরের মাথা বাকা চিহ্নটির নাম জ্যম।**

\* জ্যম ওয়ালা হরফ তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয়।

\* জ্যমের উচ্চারণ বাংলা হস্তের উচ্চারণের মত হয়। যেমন: (**ইক্রাম**)

أَخْ	أَشْ	بَتْ	مَا
إِهْ	إِكْ	أَظْ	إِذْ
أَعْ	أَشْ	جَزْ	أَلْ
بَرْ	أَخْ	أَنْ	أَمْ
إِفْ	مَغْ	إِصْ	أَسْ
بَلْ	نُحْ	نَتْ	قُلْ
عَلْ	بُعْ	قُمْ	تَضْ
عَمْ	مُسْ	نُوْ	هُمْ



## জ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে বানান শিক্ষা

<b>مِسْكٌ</b> সুগন্ধি	<b>لَخُوا</b> অনর্থক হওয়া	<b>سَعْيًا</b> চেষ্টা করা	<b>خُلُقًا</b> সৃষ্টি করা
<b>جَمِيعًا</b> জমা করা	<b>بُرْدًا</b> ঠাণ্ডা হওয়া	<b>بُسْرًا</b> সহজ হওয়া	<b>فَصْلٌ</b> শ্রেণি কর্তৃ
<b>نُصِبَتْ</b> তাকে দাঁড় করালো হয়েছে	<b>عُمُّئٌ</b> অদ্বারা	<b>وَالْفَتْحُ</b> বিজয়	<b>شَانٌ</b> অবস্থা
<b>أَكْرَمْتَ</b> তুমি সম্মান করেছো	<b>يَسِّسْكَ</b> তোমাকে স্পর্শ করে	<b>أَتْهِمْتُ</b> আমি পূর্ণ করেছি	<b>شَدَّتْهُمْ</b> তোমরা চেয়েছো
<b>نِصْفٌ</b> অর্ধেক	<b>لَسْتَ</b> আপনি নন	<b>بَعْضٌ</b> কিছু সংখ্যক	<b>مُؤْمِنٌ</b> একজন বিশ্বাসি
<b>أَخْرَجَ</b> সে বের করেছে	<b>أَمْهَلَ</b> আপনি অবকাশ দিন	<b>الْقَاتُ</b> সে বিশ্বেষ করেছে	<b>مُسْلِمٌ</b> একজন মুসলমান
<b>أَكْرَمَ</b> সে সম্মান করেছে	<b>دَمْدَمَ</b> তিনি ধূস করেছেন	<b>حَصْحَصَ</b> থ্রকাশ পেয়েছে	<b>أَرْسَلَ</b> সে প্রেরণ করেছে
<b>يَخْرُجُ</b> সে বের হচ্ছে	<b>نَعْبِدُ</b> আমরা ইবাদাত করি	<b>أَعْبُدُ</b> আমি ইবাদাত করি	<b>عَسْعَسَ</b> প্রভাত হয়েছে
<b>تَعْرِفُ</b> তুমি চিনবে	<b>رَبَحَتْ</b> লাভ জনক হয়েছে	<b>يَشْهَدُ</b> নে সাক্ষ দিয়েছে	<b>يَشْرَبُ</b> সে পান করে

\* ১ জ্যম এর ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না।



## قَلْقَلَةٌ كُلُّ كُلَّاٰٰهُ এর পরিচয়

**কুলকুলাহ অর্থ:** পাল্টা আওয়াজ বা প্রতিধ্বনি। কুলকুলার হরফ ৫টি।  
যথা : د ب ح ق ط এ পাঁচ হরফে জ্যম হলে কুলকুলাহ করে পড়তে হয়। যেমন-

**أَقْ إِقْ أَقْ إِقْ أَقْ إِقْ أَقْ إِقْ أَقْ إِقْ**

### শব্দের মাধ্যমে কুলকুলাহ শিক্ষা

<b>يَقْدِيرُ</b> সে ক্ষমতা রাখে	<b>أَقْسُمُ</b> আমি ক্ষম করছি	<b>مَقْنًا</b> জ্যম্য ইওয়া	<b>إِقْرَا</b> তুমি পড়
<b>خَطْفَةٌ</b> ছো মারা	<b>أَطْعَمَ</b> সে আহার দিয়েছে	<b>بَطْشَ</b> পাকড়াও	<b>نُطْفَةٌ</b> বীর্হ
<b>وَاضْرِبْ</b> তুমি প্রহার কর	<b>أَلَا بُتْرُ</b> শিকড়-কাটা/নির্মল	<b>قَبْلَهُمْ</b> তাদের পূর্বে	<b>حَبْلُ</b> রশি
<b>زَجْرٌ</b> ধরক	<b>وَالْفَجْرٌ</b> ফজারের সময়ের কছম	<b>أَجْرٌ</b> প্রতিদান	<b>يَجْعَلُ</b> সে তৈরী করে
<b>قَدْأَفْلَحَ</b> অবশ্যই সে সফল হয়েছে	<b>يَجْذُكَ</b> আপনাকে পেয়েছে	<b>فَلْيَدْعُ</b> সে যেন ডাকে	<b>صَدْرَكَ</b> আপনার বক্ষ

বি. দ্র. কুলকুলাহ করার দুটি নিয়ম।

১. **ট ক এর** আওয়াজ উপরের দিকে যাবে ২. **د ب ح** এর আওয়াজ নিচের দিকে যাবে।

কুলকুলাহ উচ্চারণের আওয়াজ শব্দের মাঝে ছোট হয়, আর শেষে বড় হয়।

\*৩০ নম্বর পারার সূরা বুরজে মোট ২২টি আয়াত আছে এর মধ্যে ২০টি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করলে ২০টি কুলকুলাহ পাওয়া যাবে। ১১ নম্বর এবং ২২ নম্বর আয়াতে কুলকুলাহ নেই।

# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	তানউয়ীন কাকে বলে?
	<b>উত্তর</b>	দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানউয়ীন বলে।
২	<b>প্রশ্ন:</b>	তানউয়ীনের গোপনীয় নাম কি?
	<b>উত্তর</b>	নূন সাকিন।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	দুই যবর যেখানে কি থাকবে সেখানে?
	<b>উত্তর</b>	আলিঙ্গ থাকবে সেখানে।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	কোনু হরফে দুই যবর হলে আলিঙ্গ থাকেনা?
	<b>উত্তর</b>	গোল তাঁরে ( ﴿ ) দুই যবর হলে আলিঙ্গ থাকেনা।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	জ্যম ওয়ালা হরফ কয়বার পড়া যায়?
	<b>উত্তর</b>	একবার, ( তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়তে হয় )
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	জ্যমের উচ্চারণ বাংলা কিসের মত হয়?
	<b>উত্তর</b>	( ) হসন্তের মত হয়।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	জ্যমের কয়টি নাম?
	<b>উত্তর</b>	তিটি যথা: সাকিন, সুকুল, জ্যম।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	কুলকুলাহ অর্থ কি?
	<b>উত্তর</b>	পাল্টা আওয়াজ/প্রতিধ্বনি।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	কুলকুলার হরফ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	৫টি যথাঃ <b>د ط ب ح ق</b>
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	কয়টি কুলকুলাহ মোটা হয়?
	<b>উত্তর</b>	২টি যথাঃ <b>ق ط</b> এর (কুলকুলার আওয়াজ উপরের দিকে যাবে)
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	কয়টি কুলকুলাহ পাতলা হয়?
	<b>উত্তর</b>	৩টি যথাঃ <b>د ح ب</b> (কুলকুলার আওয়াজ নিচের দিকে যাবে)
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	কুলকুলার আওয়াজ কখন ছেট হয় আর কখন বড় হয়?
	<b>উত্তর</b>	আয়াতের মাঝে ছেট হয় আর শেষে বড় হয়।



## মাদ্দ-মাদ্দ এর হরফের পরিচয়

হরকতের উচ্চারণ টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে। মাদ্দ অর্থ: টেনে পড়া। মাদ্দের হরফ ৩টি

১) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ **।**

২) যেরের বাম পাশে জয়ম ওয়ালা ইয়া **ঃ**

৩) পেশের বাম পাশে জয়ম ওয়ালা ওয়াও **ু**

মাদ্দ এর হরফ হলে ডান দিকের  
হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টেনে  
পড়তে হয়। যেমন:- **نُوْحِيْهَا**

### মাদ্দ এর হরকতের ব্যবহার

তিনটি মাদ্দ এর হরফের পাশা-পাশি আরও তিনটি মাদ্দ এর হরকত রয়েছে।

যেমন: ১) খাড়া যবর **।** ২) খাড়া যের **ঃ** ৩) উল্টা পেশ **ু**

মাদ্দ এর হরকত হলে মাদ্দ এর হরফের মতই ডান দিকের হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন:-

<b>بِ - بِ</b>	<b>بُو - بُ</b>	<b>بَا - بَا</b>
----------------	-----------------	------------------

### মাদ্দ লম্বা করার পরিমাণ

- এক আলিফ লম্বার পরিমাণঃ দুটি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন : **بَ = بَ**
- তিন আলিফ লম্বার পরিমাণঃ ছয়টি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন : **مَمَمَمَمَمَ = مَمَمَ**
- চার আলিফ লম্বার পরিমাণঃ আটটি হরকতের উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ। যেমন : **شَشَشَشَشَشَ = شَشَشَشَشَ**



## মাদ্দ এর হরফের ব্যবহার

تُ	تِ	تَا	بُ	بِ	بَا
جُ	جِ	جَا	ثُ	ثِ	ثَا
خُ	خِ	خَا	حُ	حِ	حَا
ذُ	ذِ	ذَا	دُ	دِ	دَا
زُ	زِ	زَا	رُ	رِ	رَا
شُ	شِ	শَا	سُ	سِ	سَا
ضُ	ضِ	ضَا	صُ	صِ	صَا
ظُ	ظِ	ঝَا	طُ	ঝِ	ঝَا
غُ	غِ	ঝা	عُ	ঝি	ঝা
قُ	قِ	কَا	فُ	ফِ	ফَا
لُ	লِ	লَا	কُ	কِ	কَا
نُ	নِ	নَا	মُ	মِ	মَا
هُ	হِ	হَا	وُ	ওِ	ওَا
يُ	يِ	যَا	ئُ	ইِ	ইَا



## শব্দের মাধ্যমে মান্দ শিক্ষা

<b>نَارٌ</b> আগুন	<b>قَالَ</b> সে বলেছে	<b>كَانَ</b> সে ছিল	<b>تَابَ</b> সে তাওবা করেছে
<b>عَابِدٌ</b> ইবাদাত কারী	<b>ثَوَابٌ</b> পুরকার	<b>حَاسِدٌ</b> হিংসা কারী	<b>خَافَ</b> সে ভয় পেয়েছে
<b>ذَامَالٍ</b> মালদার	<b>قَطَارٌ</b> একটি রেলগাড়ী	<b>صَارَ</b> সে হয়েছে	<b>صَوَابًا</b> সঠিক

<b>أُوْيٰ</b> আমি আশ্রয় নিব	<b>كُلْيٰ</b> তুমি খাও	<b>نُرِيٰ</b> আমরা দেখাবো	<b>أَخْيٰ</b> আমার ভাই
<b>كَرِيمٌ</b> সম্মানিত	<b>كَثِيرٌ</b> বেশী	<b>مَجِيدٌ</b> প্রশংসিত	<b>دِينِيٰ</b> আমার ধর্ম
<b>نَذِيرٌ</b> সতর্ককারী	<b>تَجْرِيٰ</b> প্রবাহিত হয়	<b>بَيْتِيْمٌ</b> ইয়াতীম	<b>مُحِيطٌ</b> বেষ্টনকারী

<b>حُورٌ</b> জান্মাতের হুর	<b>نُورٌ</b> আলো	<b>رُوحٌ</b> আআ
<b>مَحْفُوظٌ</b> সংরক্ষিত	<b>وْجُودٌ</b> অস্থিত	<b>عَقْوَدٌ</b> চৃক্ষিসমূহ
<b>يَنْنَعُونَ</b> তারা নিষেধ করে	<b>يَعْمَلُونَ</b> তারা আমল করে	<b>مَشْهُورٌ</b> প্রসিদ্ধ



## খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ এর ব্যবহার

খাড়া যবর, খাড়া যের, উল্টা পেশকে এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।

ب	بُ	بَ	بٌ	بِ
---	----	----	----	----

### খাড়া যবর দিয়ে শব্দ গঠন

عَلَى	مَاقْلَى	سَجْنِي	أَوْيِ	أَمَنَّ
উপরে	সে বিরক্ত হয়নি	সে আচ্ছাদন করেছে	সে আশ্রয় নিয়েছে	সে দ্রীমান এনেছে

  

رَفِي	طَغْيَى	عَسْيِى	عَصْيِى	غَوْيِى
সে নিকেপ করেছে	সে সীমালংঘন করেছে	সম্ভবত	সে নাহফরমানী করেছে	সে ভৃট হয়েছে

### খাড়া যের দিয়ে শব্দ গঠন

بَوْلَدَه	بِعَمَلِه	بِيَدَه	عَمَلَه	بِه
তার সত্তান দ্বারা	তার আমল দ্বারা	তার হাত দিয়ে	তার কাজ	তা দ্বারা

  

خَلِيلَه	بُورَقَه	أَيْتَه	بَلَدَه	هَذِه
তার মাঝে	তার পাতা দিয়ে	তার নির্দর্শন	তার শহরে	ইহা

### উল্টা পেশ দিয়ে শব্দ গঠন

مَعَهُ	لَهُ	كِتْبَهُ	خَتْنَهُ	عَبَلَهُ
তার সাথে	তার জন্য	তার কিতাব	তার সমাঞ্জি	তার কাজ

  

وَثَاقَهُ	فَلَهُ	وَرِيَ	رُسْلَهُ	بَرَهُ
তার বাধন	সুতরাং তার জন্য	গোপনকৃত	তার রসূলগণ	সে দেখবে



## لیں - لیনের হরফের পরিচয়

লীন অর্থঃ নরম করা। লীনের হরফ ২টি যথাঃ যবরের বাম পাশে জয়ম ওয়ালা ওয়াও **بُون** ও যবরের বাম পাশে জয়ম ওয়ালা ইয়া **نِون**। লীনের হরফ হলে ডান দিকের হরকতের সঙ্গে নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। যেমন-

کو	قو	دو	خو	تو	بو
غু	শু	মু	তু	ফু	আু
جو	ওু	সু	রু	লু	হু
ضু	চু	زو	ডু	শু	যু
*	عو	হু	নু	উ	ঠু
کي	قى	دى	খى	تى	বি
عن	شى	هى	ঠি	فি	আই
جي	سى	رى	লি	ই	হাই
ضي	صى	زى	ঢি	শি	ইয়ি
*	ئى	ەى	ني	عى	ঠি



## লানের হরফ দিয়ে বানান শিক্ষা

أَرْعَيْتَ আপনি কি দেখেছেন ?	صَوْمًا রোয়া রাখা	أَعْطَيْنَا আমি দিয়েছি	تُوبَةً তাওবা করা
رُوِيدًا ধীরে ধীরে	أُوْخِي لَهَا তিনি তাকে হৃকুম করেছেন	كَيْدًا চক্রান্ত করা	هُونَا অপমানিত হওয়া
أَيْنَ কোথায়	لَيْلَةٌ একরাত	قَوْمٍ স্বজাতী	سَوْفَ অচিরেই
عَلَيْهِمْ তাদের উপর	زَوْجًا জোড়া	هَدَيْنَا আমরা হিদায়াত দিয়েছি	حَوْلَةً তার চারপাশে
أَتَيْنَا আমরা দিয়েছি	وَيْلٌ ধৰ্মশ	عَيْنَيْنِ দুই চোখ	يُوْمَ দিন
حَيْثُ যেথায়	خَيْرًا ভালাই	يَرَوْنَهَا তারা তা দেখবে	كَيْفَ কিভাবে
رَبِّ তেল	عَيْنٌ ঝর্ণা	لَيْلٌ রাত	فَوْزًا সফলতা হওয়া
بَيْتٌ একটি ঘর	قُرَيْشٌ কুরাইশ জাতি	صَيْفٌ গ্রীষ্মকাল	غَيْبٌ অদ্দ্য
غَيْرٌ অন্য কেউ	عَلَيْهِمَا তার উপর	نَوْمٌ সুম	خَوْفٌ ভয়

# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ অর্থ কি করে পড়া?
	<b>উত্তর</b>	মাদ্দ অর্থ টেনে পড়া।
২	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ কাকে বলে?
	<b>উত্তর</b>	হরকতের উচ্চারণ টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	তিনি বুং বুং
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ এর হরফ হলে কি করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ এর হরকত কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	মাদ্দ এর হরকত তিনি বুং বুং
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ এর হরকত কাকে বলে ?
	<b>উত্তর</b>	খাড়া ঘবর, খাড়া ঘের, উচ্চা পেশকে মাদ্দ এর হরকত বলে।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	মাদ্দ এর হরকত হলে কি করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	এক আলিফ লম্বার পরিমাণ কয়টি হরকতের উচ্চারণ?
	<b>উত্তর</b>	২টি হরকতের উচ্চারণ।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	তিনি আলিফ লম্বার পরিমাণ কয়টি হরকতের উচ্চারণ?
	<b>উত্তর</b>	৬টি হরকতের উচ্চারণ।
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	চার আলিফ লম্বার পরিমাণ কয়টি হরকতের উচ্চারণ?
	<b>উত্তর</b>	৮টি হরকতের উচ্চারণ।
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	লীন অর্থ কি এবং হরফ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	লীন অর্থ নরম করা, লীনের হরফ ২টি যথাঃ বুং বুং
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	লীনের হরফ হলে কি করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	নরম করে তাড়াতাড়ি পড়তে হয়।



## تَشْدِيدٌ - তাশদীদ এর ব্যবহার

আরবী হরফের উপর তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্ন **ـ** টির নাম তাশদীদ। তাশদীদ ওয়ালা হরফ দু'বার পড়তে হয়। প্রথমবার তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে, দ্বিতীয় বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

যেমনঃ **أَتُ + تَ = أَتَ**

<b>نَعَمَ</b> আরাম দিয়েছেন	<b>عَدَدَ</b> সে গণনা করেছে	<b>كَرَّةٌ</b> একবার	<b>قَدَرَ</b> সে নির্ধারণ করেছে
<b>فُصِّلَتْ</b> পৃথক করা হয়েছে	<b>حُرِّمَتْ</b> তাকে বন্ধিত করা হয়েছে	<b>تَقَدَّمَ</b> সে অগ্রসর হয়েছে	<b>صَدَقَ</b> সে সত্যায়ন করেছে
<b>قَيْمَةٌ</b> মূল্যবান	<b>السَّلَامُ</b> শান্তি দাতা	<b>زُوْجَتْ</b> একত্রিত করা হয়েছে	<b>كُورَتْ</b> সে আলোক হৈন হয়েছে
<b>لَذَّة</b> স্বাদ	<b>قُوَّةٌ</b> শক্তি	<b>مَحَبَّةٌ</b> মুহাবৰত	<b>عَشِيشَةٌ</b> সন্দ্রয়া
<b>مَكِّيٌّ</b> ঘর্কা বাসী	<b>مَاعَبْدُاتُمْ</b> তোমরা যার ইবাদাত কর	<b>تَزَكِّي</b> সে সংশোধন হয়েছে	<b>تَوَلِّي</b> সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে
<b>قَوِيٌّ</b> শক্তিশালী	<b>خَفِيٌّ</b> অপ্রকাশ্য	<b>نَبِيٌّ</b> একজন নবী	<b>وَلِيٌّ</b> অভিভাবক
<b>شَقِّيٌّ</b> দুর্ভাগ্য	<b>ذِرِيَّةٌ</b> প্রজন্ম	<b>يَشْقَقُ</b> সে বিদীর্ণ করবে	<b>غَنِّيٌّ</b> একজন ধনী

১ তাশদীদের ডানে হরকত ছাড়া হরফ পড়া যাও না ২ তাশদীদের ডানে জয়ম পড়া যাও না



## গুন্নাহ এর পরিচয়

গুন্নাহ অর্থ: নাকে আওয়াজ বাজানো, গুন্নার হরফ ২টি যথা: ﴿ م - ن, মীম ছাড়া কোথাও কোনো গুন্নাহ হয়না। কুরআন মাজীদে মোট ছয় প্রকার গুন্নাহ রয়েছে যেমনঃ  
 (১) ওয়াজিব গুন্নাহ (২) ইকুলাব গুন্নাহ (৩) ইদগামি বা-গুন্নাহ (৪) ইখফা গুন্নাহ (৫) ইখফায়ি শাফাউয়ী গুন্নাহ (৬) ইদগামি শাফাউয়ী গুন্নাহ।

এখানে আমরা ওয়াজিব গুন্নাহ শিখবো, বাকি ৫ প্রকার গুন্নাহ নূন সাকিন-তানউয়ীন ও মীম সাকিন এর অধ্যয়ে রয়েছে।

### ওয়াজিব গুন্নাহ

হরকতের বামে নূনে ﴿ ان﴾ অথবা মিমে ﴿ مم﴾ তাশ্দীদ হলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে।

### নূনের গুন্নাহ

\* নূনের গুন্নাহ করার সময় মুখ ফাঁকা রেখে গুন্নাহ করতে হবে

তারা হয়েছে	كُنَّ	মানুষের জন্য	لِلنَّاسِ	যে	أَنَّ
-------------	-------	--------------	-----------	----	-------

### মীমের গুন্নাহ

\* মীমের গুন্নাহ করার সময় মুখ বন্ধ রেখে গুন্নাহ করতে হবে

অতপর	ثُمَّ	কি থেকে	مِمَّ	কি সম্পর্কে	عَمَّ
------	-------	---------	-------	-------------	-------

\* নিচের আয়াত গুলো থেকে নূন এবং মীম এর গুন্নাহ বের করুন।

حَمَالَةُ الْحَطَبِ জ্বালানী কাঠ বহনকারী	مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ জিন এবং মানুষ জাতির মধ্য থেকে
أَمَّا مَنِ اسْتَغْفَى অপরদিকে যে অঘাত করেছে	إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا নিঃসন্দেহে তিনি তাও অহংকারী
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ হে আল্লাহ! প্রশংসন সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি	إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَئِ নিশ্চয় তোমার অতি বিদ্যে পোষণকারীই তো নির্বৎশ



## মَدْ مাদ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

এক আলিফ মাদ ৪ প্রকার

১. মাদি ত্ববায়ী (অর্থ: স্বত্ববঙ্গ)	৩. মাদি লৌনি আ'রিদ্ব (অর্থ: নরম)
২. মাদি বাদাল (অর্থ: পরিবর্তন)	৪. মাদি ই'ওয়াদ্ব (অর্থ: পরিবর্তে)

তিন আলিফ মাদ ২ প্রকার

১. মাদি মুংফাসিল (অর্থ:গৃথক)	২. মাদি আ'রিদ্ব (অর্থ:অহায়ী)
------------------------------	-------------------------------

চার আলিফ মাদ ৫ প্রকার

১. মাদি লাযিম হারফি মুখাফ্ফাফ্ (অর্থ:সহজ)	২. মাদি লাযিম হারফি মুছাকাল (অর্থ:কঠিন)
৩. মাদি লাযিম কিলমি মুখাফ্ফাফ্	৪. মাদি লাযিম কিলমি মুছাকাল
৫. মাদি মুত্রাসিল (অর্থ:সংযুক্ত)	

এক আলিফ মাদ এর পরিচয়

১. مَدْ طَبَعِيٌّ মাদি ত্ববায়ী ৪ (প্রচলিত নাম মদ্দে ত্ববায়ী)

মাদ এর হরফ/হরকত হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এটাকে মাদি ত্ববায়ী বলে।

عَابِدٌ	ثَوَابٌ	حَاسِدٌ	خَافَ
ইবাদাত কারী	বিনিময়	হিংসাকারী	সে ভয় পেয়েছে
نَذِيرٌ	تَجْرِي	يَتَبَيِّمُ	মُحِيطٌ
সতর্ককারী	প্রবাহিত হয়	একজন ইয়াতিম	বেষ্টনকারী
عَلَى	قَلِّ	سَبْحَى	طَغَى
উপরে	সে অসম্ভব হয়েছে	চেকে দিয়েছে	বিদ্রোহ করেছে

২. مَدْ بَدْلٌ মাদি বাদাল হাম্যার সঙ্গে যে মাদ হয় তাকেই মাদি বাদাল বলে।

এটাকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

إِنَّا	فِ	أَمَنَ	أُوْمَنَ
--------	----	--------	----------



## مَدْلِينٌ عَارِضٌ مَادِي لَيْنِي آرِিদ

(প্রচলিত নাম মদে  
লীনি আরিদ)

লীন এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ হলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

এটাকে মাদি লীনি আরিদ বলে। যেমন: (এ মাদ এক থেকে ৩ আলিফ পর্যন্ত করা যাবে)

### لَا يُلِفُ قُرْيَشٍ

কুরাইশদের আশক্তি থাকার কারণে

### أَلْمَ نَجَعْلُ لَهُ عَيْنَيْنِ

আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়

### الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে

### فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

অতএব তারা যেন ইবাদাত করে এই ঘরের পালনকর্তার

সূরা কুরাইশের চার আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করলে চারটি মাদি ‘লীন’ পাওয়া যাবে।

## 8. مَدْ عَوْضٌ مَادِي ই'ওয়াদ

(প্রচলিত নাম: মদে এয়াজ/ইওয়াজ)

দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ হলে এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।

এটাকে মাদি ই'ওয়াদ বলে।

### كَيْدَا

চক্রান্ত করা

### صَوْمَاه

রোগ রাখা

### زَوْجًا

জোড়া

### كِتَابًا

লেখা

### صَوَابًا

সঠিক করা

### كِرَامَاه

সমানিত

### لِبَاسَاه

পোষাক পড়া

### حِسَابًا

হিসাব করা

সূরা নাবা ও নাখিয়াত এর প্রায় আয়াতের শেষেই এ মাদটি পাওয়া যাবে।

### وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ঝুঁতি দূরকারী

### وَ الْجَيَالَ أَوْتَادًا

এবং তিনি পর্বতমালাকে পেরেক (হিসেবে ছাপান করেছেন)

### وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا

রাত্রিকে করেছি আবরণ

### وَ حَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا

আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি

গোল তায়ে ৪ দুই যবর হলে মাদ হবে না,  
৪ হা সাকিন পড়তে হবে

### لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غَيْةً

তথ্য কৈবল্যে না দেখ অসার কথবার্তা

দুই যবরের বামে খালি আলিফ না থাকলেও  
১ আলিফ টেনে পড়তে হবে।

### إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْأَوَادِ الْمُقْدَسِ طَوِي

যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তৃষ্ণা উপভোগ্য আহবান করেছিলেন



## তিন আলিফ মাদ এর পরিচয়

 — উপরের তিন বাকা চিহ্নটিকে ‘চিকন’ চিহ্ন বলে।

এই চিহ্নটি মাদ এর হরফ অথবা হরকতের উপরে বসিয়ে এক আলিফ মাদকে তিন আলিফ বুঝানো হয়।

প্রথম শব্দে মাদ এর হরফ/হরকত হলে আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে আলিফ হাম্যাহ  হলে তখনই প্রথম শব্দের এক আলিফ টানের মাদটি তিন আলিফ টান হয়ে যায়। এটা বুঝানোর জন্য মাদের হরফ অথবা হরকতের উপরে এই তিন বাকা চিকন চিহ্নটি বসানো হয়। যাতে করে শিক্ষার্থীরা সহজেই তিন আলিফ টানটি চিনতে পারে। যেমন:

 তাকে যা দেয়া হয়েছে	 তারা বলগো নিশ্চয়ই আমরা	 তোমাদের ঘাড়ে	 সর্বোত্তম আকৃতিতে
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

### মাদি মুংফাসিল এর পরিচয় ১. مَدْ مُنْفَصِلٌ.

মাদ এর হরফের উপর চিকন চিহ্ন, বামে হাম্যাহ  থাকলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। এটাকে মাদি মুংফাসিল বলে। যেমন:

 আমি ইবাদাত করি না, তোমরা যার ইবাদাত কর	 বলুন, হে কাফের সম্প্রদায়!
 কেন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও সে যা উপর্যুক্ত করেছে	 নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি

মাদ এর হরফ/খাড়া যবরের চিকন চিহ্নে ওয়াক্ফ করলে ৩ আলিফ টান হবে না। ১ আলিফ টান হবে।



আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিষেবক হত

তিনি ক্রষিগত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন

খাড়া যবের উল্টা পেশ এর চিকন চিহ্নে ওয়াক্ফ করলে কোন টান হবে না, সাক্ষিন পড়তে হবে।



তার খাদ্যের প্রতি তা খাবে না

## ২. مَدْعَى عَارِضٌ مَّا دِيَ أَرِسَّ (প্রচলিত নাম মদ্দে আরাজি)

মাদ্দ এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ হলে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।  
এটাকে মাদ্দ আরিস্ব বলে। (ওয়াক্ফ না করলে তিন আলিফ টান হবে না)

<b>حِسَابٌ</b> হিসাব	<b>شَهِيدٌ</b> সাক্ষীদাতা	<b>حَكِيمٌ</b> প্রজ্ঞাময়
<b>تَضْلِيلٌ</b> পথভঙ্গ করা	<b>مُفْلِحُونَ</b> তারা সফল কাম	<b>يَفْعَلُونَ</b> তারা করবে

<b>إِلَهُ النَّاسِ</b> মানুষের উপাস্যের (কাছে)	<b>مَلِكُ النَّاسِ</b> মানুষের মালিকের (কাছে)
<b>مُلِكُ يَوْمِ الدِّينِ</b> বিচার দিবসের মালিক	<b>الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</b> প্রয়ম করুণাময় অসীম দয়ালু
<b>وَبَيْنَعْوَنَ الْبَاعُونَ</b> সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসের (দিতে) নিষেধ করে এবং	<b>قُلْ يَا يَهَا الْكُفَّارُونَ</b> কফিররা হে বলুন

মাদ্দ এর হরকতের বামের হরফে ওয়াক্ফ করলেও তিন আলিফ টান হবে।

<b>وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنِ</b> এবং তৃংগলতা ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে	<b>سَنَفْرُعْ لَكُمْ أَيُّهُ الشَّقَّلِينِ</b> হে জিন ও মানব। আমি শীর্ষই তোমাদের জন্য ফারেগ হব	<b>أَلَّرَحْمَنُ</b> করুণাময় আল্লাহ
<b>يُطْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَيْمِإِنِ</b> তারা জাহাজামের অঞ্চ ও ঝুঁক্ট পানির মাঝখানে প্রদর্শিত করবে	<b>فِيهِمَا عَيْنِ نَضَاخْتِنِ</b> তথ্য আছে উদ্বেলিত দুই প্রদ্রবণ	<b>عَلَّمَ الْقُرْآنَ</b> যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন

\* ওয়াকফের সাথে যত মাদ্দ আছে সবই অস্থায়ী, ওয়াক্ফ করলে মাদ্দ হবে, না করলে হবে না।

\* তিন আলিফ মাদ্দটি এক আলিফও করা জায়েজ।



## চার আলিফ মাদ্দ এর পরিচয়

— উপরের চিহ্নটিকে ‘মোটা’ চিহ্ন বলে।

কুরআন মাজীদে যেখানে চার আলিফ মাদ্দ রয়েছে সেখানেই এ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই চিহ্নটি দেখলেই চার আলিফ টেনে পড়তে হবে। চার আলিফ মাদ্দ পাঁচ প্রকার। সাধারণ শিক্ষার্থীগণ পাঁচ প্রকার শেখার প্রয়োজন নেই। যেখানেই মোটা চিহ্ন দেখবে সেখানেই চার আলিফ টেনে পড়বে।

১. **مَدْلِلَزْمُ حَرْفٌ مُخَفَّفٌ** : হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ না থাকলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, এটাকে মাদ্দি লাযিম হারফি মুখাফ্ফাফ্ বলে। যেমন :-

كَهْيَعَصْ	الْرَّ	نَ	صَ	يَسْ
طَسْ	قَ	عَسَقَ	حَمَ	★

২. **مَدْلِلَزْمُ حَرْفٌ مُثَقَّلٌ** : হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, এটাকে মাদ্দি লাযিম হারফি মুছাকাল বলে। যেমন :-

الْمَعَصْ	طَسَمْ	الْبَرَ	الْمَ
-----------	--------	---------	-------

৩. **مَدْلِلَزْمُ كِلْبِيٌّ مُخَفَّفٌ** : মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে জ্যম থাকলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, এটাকে মাদ্দি লাযিম কিলমী মুখাফ্ফাফ্ বলে। যেমন:-

(সূরা: ইউনুচ, আয়াত: ৫১) .....	أَلْئَنْ وَقْدْ	(সূরা: ইউনুচ, আয়াত: ৯১) .....	آلْئَنْ وَقْدُ عَصَيْتَ قَبْلُ
--------------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------------



## মَدْلَازْمٌ كُلِّيٌّ مُثْقَلٌ ۚ

মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে তাশদীদ থাকলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, এটাকে মাদ্দ লাযিম কিলমী মুছাকাল বলে। যেমনঃ

<b>جَانَ</b> অঙ্গর সাপ	<b>حَاجَكَ</b> আপনার সাথে ঝগড়া করেছে	<b>دَابَّةٌ</b> গবাদি পশু	<b>ضَالِّاً</b> পথভ্রষ্ট
<b>كَافَّةٌ</b> পরিপূর্ণ	<b>وَلَا تَحْضُونَ</b> তোমরা উৎসাহ দেওনা	<b>طَامَةٌ</b> (বেণামতের নাম)	<b>صَاحَةٌ</b> (ব্রহ্মসকারী নাম)

غَيْرِ الْمُغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ ۝

তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজর নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ ۝

অতঃপর যেদিন কর্মবিদারক আওয়াজ আসবে

وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ كَعَمِ السِّكِّينِ ۝

এবং মিস্কিনকে অহন্দানে পরম্পরাকে উৎসাহিত করে না

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ۝

অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে

৫. **মَدْلَازْمٌ مَدْ مُتَصَلٌ** : মাদ্দ এর হরফের উপর মোটা চিহ্ন বামে হামযাহ থাকলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, এটাকে মাদ্দ মুভাসিল বলে।

<b>سَوَاءٌ</b> বরাবর	<b>مَاءٌ</b> পানি	<b>شَاءٌ</b> সে ইচ্ছা করেছে	<b>جَاءَ</b>
<b>أُولَئِكَ</b> তারা	<b>شُهَدَاءُ</b> সাক্ষীগণ	<b>قَاتِلَاءِ</b> প্রতিষ্ঠিত	<b>نِسَاءٌ</b> নারী

فِهِمُ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَ الصَّيفِ ۝

আসক্তির কারণে তাদের শীত ও হাত্তাকালীন সফরের

أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفُتُحُ ۝

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

তারাই হল সৃষ্টির সেরা

### আরবী শব্দার্থ

মুখফ্ফাফুন = সহজ/হালকা	মাদুন = টেনে পড়া	কিলমিয়ুন = শব্দ/বাক্য
মুছাকালুন = ভারি/কঠিন	হারফুন = অক্ষর	লাযিমুন = আবশ্যক

# পশ্চ উত্তর

১	প্রশ্ন:	হরফের উপর তিন দাঁত ওয়ালা চিহ্নটির  নাম কি? <b>উত্তর</b> তাশদীদ।
২	প্রশ্ন:	তাশদীদ ওয়ালা হরফ কয়বার পড়তে হয়? <b>উত্তর</b> ২বার পড়তে হয়।
৩	প্রশ্ন:	<b>তাশদীদ ওয়ালা হরফ কিভাবে পড়তে হয়?</b>
	উত্তর	প্রথমবার তার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে মিলিয়ে, দ্বিতীয়বার তার নিজ হরকতের সঙ্গে।
৪	প্রশ্ন:	তাশদীদের উচ্চারণে কৃতক্ষণ দেরি করতে হয়? <b>উত্তর</b> দেড় হরকত পরিমাণ।
৫	প্রশ্ন:	জ্যব্য এবং তাশদীদের ডানে কি ছাড়া কি পড়া যায় না?
	উত্তর	হরকত ছাড়া হরফ পড়া যায় না।
৬	প্রশ্ন:	১টি তাশদীদের ভেতরে কয়টি হরফ থাকে? <b>উত্তর</b> ২টি।
৭	প্রশ্ন:	গুল্লাহু অর্থ কি? <b>উত্তর</b> নাকে আওয়াজ বাজানো।
৮	প্রশ্ন:	গুল্লাহু হরফ কয়টি ও কি কি? <b>উত্তর</b> ২টি 
৯	প্রশ্ন:	কুরআন মাজীদে মোট কয় প্রকার গুল্লাহু রয়েছে এবং কি কি?
	উত্তর	<b>৬ প্রকার।</b> যেমনঃ (১) ওয়াজিব গুল্লাহু (২) ইকুলাব গুল্লাহু (৩) ইদগামি বা-গুল্লাহু (৪) ইখফা গুল্লাহু (৫) ইখফায়ি শাফাউয়ী গুল্লাহু (৬) ইদগামি শাফাউয়ী গুল্লাহু।
১০	প্রশ্ন:	ওয়াজিব গুল্লাহু কখন হয়?
	উত্তর	হরকতের বামে নূনে অথবা মীমে তাশদীদ হলে ওয়াজিব গুল্লাহু হয়।
১১	প্রশ্ন:	 নূন আর  মীম এর গুল্লাহু করার সময় মুখের কাজ কি?
	উত্তর	নূন এর গুল্লাহু করার সময় মুখ ফাঁকা থাকবে আর মীম এর গুল্লাহু করার সময় মুখ বন্ধ থাকবে।
১২	প্রশ্ন:	লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ (  ) করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
	উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
১৩	প্রশ্ন:	দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
	উত্তর	এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
১৪	প্রশ্ন:	মাদ এর হরফের উপর চিকন চিহ্ন থাকলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়?
	উত্তর	তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।
১৫	প্রশ্ন:	মাদ এর হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ করলে কয় আলিফ টেনে পড়তে হয়? <b>উত্তর</b> ৩ আলিফ



## নূন সাকিন ও তানউয়ীন-এর পরিচয়

নূন সাকিন জ্যম ওয়ালা নূনকে বলে। بِ دُعَى يَوْرَ، بِ دُعَى يَوْرَ, অথবা গোপনীয় নূন সাকিন বলে।  
তানউয়ীন দুই পেশকে তানউয়ীন বলে। অথবা গোপনীয় নূন সাকিন বলে।  
নূন সাকিন ও তানউয়ীন ৪ প্রকারে পড়া যায়। যথাঃ

**إِقْلَابٌ**  
ইকুলাব

**إِدْغَامٌ**  
ইদগাম

**إِظْهَارٌ**  
ইয়হার

**إِخْفَاءٌ**  
ইখফাএ

### ইকুলাব এর পরিচয়

**ইকুলাব অর্থ :** পরিবর্তন করে পড়া, ইকুলাবের হরফ একটি যথাঃ بِ ।  
নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইকুলাবের হরফ আসলে م দ্বারা পরিবর্তন  
করে গুলাব সাথে পড়তে হয়। যেমন :-

<b>أَنْبَأَكَ</b> তোমাকে জানিয়েছে	<b>مِنْ بُطْوُنِ</b> পেট থেকে	<b>تَنْبِئُتُ</b> অংকুরিত হবে	<b>فَانْبِذْ</b> তুমি নিফেক কর
<b>سُنْبِيلٍ</b> শীস	<b>مِنْ بَقْلَهَا</b> তরকারী থেকে	<b>أَنْبَيْتُ</b> উৎপন্ন করেছে	<b>مِنْ بَعْضٍ</b> কিছু থেকে
<b>سَبِيعٌ بِصِيرٌ</b> সর্বদষ্ট সর্বত্রোত্তা	<b>جَنَّةٌ بِرَبْوَةٌ</b> উচ্চ স্থানে বাগান	<b>قَوْلًا بَلِينِيًّا</b> উপযুক্ত কথা	<b>خَبِيرًا بِصِيرًا</b> সর্বদষ্ট সর্বজ্ঞানী
<b>ضَلَلٌ بَعِيدٌ</b> দুরবর্তী ভঙ্গতা	<b>صَمْ بُكْمٌ</b> বোবা ও বধির	<b>زَفِيجٌ بَهِيجٌ</b> মুঝকর ফসল	<b>غَمَّا بِغَمٌّ</b> চিন্তার উপর উপত্যকা

\* ইকুলাব গুলাহ করার নিয়ম : ইকুলাব গুলাহ করার সময় দুই ঠোঁটের  
মাঝখানে চুল পরিমাণ ফাঁকা থাকবে (দুই ঠোঁট লাগে লাগে অবস্থায়)।

\* উস্তায়গণের মুখের দিকে দেখে দেখে শিখে নিন \*



## ইদগাম এর পরিচয়

\* ইদগাম অর্থঃ মিলিয়ে পড়া। ইদগাম ২ প্রকার, যথা:

১) ইদগামি বা গুন্নাহ, ২) ইদগামি বিলা-গুন্নাহ

**إِذْعَامٌ بَغْنَةٌ \* ইদগামি বা-গুন্নার পরিচয় \***

**ইদগামি বা-গুন্নার অর্থ :** গুন্নার সাথে মিলিয়ে পড়া। বা- গুন্নার হরফ ৪টি

**মথাঃ-** **ي م و ن**

নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে বা- গুন্নার হরফ আসলে গুন্নার সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ-

<b>مِنْ يَكُفْرُ عَيْنَنَا يَسْرَبُ مِيقَاتًا يَوْمَ</b> মে দিনের সময়	<b>مَنْ يَقُولُ</b> যে বলে
<b>بِدْخَانٍ مُّبِينٍ</b> স্পষ্ট ধূয়া	<b>مَنْ مَسَدٍ</b> বৃষ্টি থেকে
<b>تَبَرَّا مُنْيِرًا</b> আগোকময় চন্দ্ৰ	<b>مَنْ وَلِيٌ</b> পেচানো
<b>نُوحٌ وَّعَادٌ</b> নুহ ও আদ	<b>مَنْ وَرَقٍ</b> পাতা থেকে
<b>حَبَّاً وَنَبَاتًا</b> শস্য উষ্ঠিত	<b>مَنْ وَلِيٌ</b> অভিভাবক
<b>عَظَمًا تَخْرَةً</b> জীর্ণ শীর্ষ হাড়ি	<b>مَنْ زُورٌ</b> আলো থেকে
<b>خَيْرٌ نُزُلًا</b> উত্তম মেহমানদারী	<b>مَنْ نُطْفَةٌ</b> বীর্য থেকে

\* বি.দ্র. একই শব্দে নূন সাকিনের বামে **বা-গুন্নার** হরফ আসলে গুন্নাহ হবে না। এটাকে ইয়হারি **মুত্তলাকু** বলে। যেমনঃ-

<b>دُنْيَا</b> দুনিয়া	<b>بُنْيَانٌ</b> আবাস	<b>قُنْوَانٌ</b> বেজুরের কাঁদি	<b>صُنْوَانٌ</b> একইমূল থেকে দুই বেজুর বৃক্ষ
---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------



আরবী হরফ গুলোর মধ্য থেকে ২০ টি হরফ বিভিন্ন ভাবে গুন্নাহৰ সাথে জড়িত হয়। ৮টি হরফ কখনো গুন্নাহৰ হয় না। যেমন: বিলা গুন্নার ২টি আৰ ইযহারের ৬টি।

## ইদগামি বিলা-গুন্নাহ এৰ পরিচয়

ইদগামি বিলা-গুন্নাহ অর্থঃ গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়া। বিলা-গুন্নার হরফ ২টি **ر-ل** নূন সাকিন ও তানউয়ীনেৰ বামে বিলা-গুন্নার হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ-

<b>عِيْشَةٌ رَّاضِيَةٌ</b> সুখময় বাসস্থান	<b>عَزِيزٌ رَّحِيمٌ</b> দয়াময় প্রাক্রমশালী	<b>مِنْ رَّحْمَةٍ</b> রহমত দ্বারা
<b>وَيْلٌ لِّكُلٍّ</b> প্রত্যেক দুশ্চর কারিদেৱ জন্য দুর্ভোগ	<b>قَسْمٌ لِّذِيْ</b> (হিজিৱ) বাসীদেৱ অংশ	<b>أَنْ لَمْ يَرَهُ</b> তাকে কেউ দেখেনি

## ইযহার এৰ পরিচয়

ইযহার অর্থঃ গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়া। ইযহারেৰ হরফ ৬টি যেমনঃ **ع** **ح** **غ** **خ** **ف** **د** নূন সাকিন ও তানউয়ীনেৰ বামে ইযহারেৰ হরফ আসলে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমনঃ

<b>نُوحًا حَادِينَا</b> হিদায়াত নিলাম নথকে	<b>مِنْهُ</b> তাৰ থেকে	<b>عَذَابًا أَلِيَّا</b> ব্যর্গাদায়ক আঘাত	<b>مَنْ أَمَنَ</b> যে স্থান এনেছে
<b>نَارٌ حَامِيَةٌ</b> গৰম আগুন	<b>مِنْ حَكِيمٍ</b> প্ৰজ্ঞ দিয়ে	<b>عَذَابٌ عَظِيمٌ</b> বিৱাট আঘাত	<b>مَنْ عَلِمَ</b> ইলম দ্বাৰা
<b>فُلَانًا خَلِيلًا</b> বন্ধু আমুক	<b>مِنْ خَيْرٍ</b> ভালাই	<b>أَجْرٌ غَيْرٌ</b> এমন বিনিময় যাব কাৰণে খেটা দেন্যা হৈবে না	<b>مِنْ غَلٍ</b> বেৰি দিয়ে

<b>إِنَّهُمْ عَنِ رَّبِّهِمْ</b> নিশ্চই তাৰা ক্ষেয়ামত দিবেন তাদেৱ রব থেকে আৱালে থাকবে	<b>وَيْلٌ لِّكُلٍّ هُمَّةٌ لَّبَزَةٌ</b> প্রত্যেক পশ্চাতে ও সমুখে পৰনিন্দাকাৰীৰ দুৰ্ভোগ
<b>فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٌ</b> তাদেৱ জন্য রয়েছে এমন পুৰস্কাৰ যা পাৰে খেটা দেওয়া হৈবে না	<b>تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٌ</b> তাদেৱকে ফুট্ট নহৰ থেকে পান কৰালো হৈবে

# পশ্চ উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	নূন সাকিন এবং তানউয়ীন কাকে বলে?
	<b>উত্তর</b>	নূন সাকিন জহম ওয়ালা নূনকে বলে, তানউয়ীন দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে বলে।
২	<b>প্রশ্ন:</b>	নূন সাকিন ও তানউয়ীন কয় প্রকারে পড়া যায় ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	চার প্রকারে পড়া যায় (১) ইকুলাব (২) ইদগাম (৩) ইযহার (৪) ইখফা
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	ইকুলাব অর্থ কি? ইকুলাবের হরফ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	ইকুলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া, ইকুলাবের হরফ ১টি যথাঃ <b>ب</b> ।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	ইকুলাবের পরিচয় কি?
	<b>উত্তর</b>	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে ইকুলাবের হরফ আসলে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নার সাথে পড়তে হয়।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	ইদগাম অর্থ কি, ইদগাম কয় প্রকার ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগাম ২ প্রকার যথাঃ ইদগামি বা-গুন্নাহ, ইদগামি বিলা গুন্নাহ।
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	বা-গুন্নাহ অর্থ কি, বা-গুন্নাহ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	বা-গুন্নাহ অর্থঃ গুন্নার সাথে মিলিয়ে পড়া, বা-গুন্নার হরফ ৪টি যথাঃ <b>ي مر و ن</b>
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	বা-গুন্নাহ এর পরিচয় কি?
	<b>উত্তর</b>	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে বা-গুন্নাহ হরফ আসলে গুন্নাহর সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	আরবী হরফ গুন্নার মধ্য থেকে কয়টি হরফে গুন্নাহ হয় এবং কয়টি হরফে গুন্নাহ হয় না?
	<b>উত্তর</b>	২০ টি হরফে গুন্নাহ হয়। ৮টি হরফে গুন্নাহ হয় না।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	বিলা গুন্নাহ অর্থ কি, বিলা গুন্নাহ এর হরফ কয়টি ও কি কি?
	<b>উত্তর</b>	বিলা-গুন্নাহ অর্থ গুন্নাহ্ ছাড়া মিলিয়ে পড়া, বিলা-গুন্নার হরফ ২টি যথাঃ <b>ر ل</b>
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	বিলা-গুন্নাহ এর পরিচয় কি?
	<b>উত্তর</b>	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে বিলা-গুন্নাহ্ এর হরফ আসলে গুন্নাহ্ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়।
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	ইযহার অর্থ কি? <b>উত্তর</b> ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া।
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	ইযহারের হরফ কয়টি ও কি কি? <b>উত্তর</b> ৬টি। যথাঃ <b>خ ح ك ع م</b>
১৩	<b>প্রশ্ন:</b>	ইযহারের পরিচয় কি?
	<b>উত্তর</b>	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর বামে ইযহারের হরফ আসলে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়।



## ইখফার পরিচয়

ইখফার অর্থঃ গুন্নার সাথে লুকিয়ে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা:

# ت ث ج د ذ س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নুনে সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইখফার হরফ আসলে গুন্নার সাথে লুকিয়ে পড়তে হয়। যেমন:

<b>قُولًا ثَقِيلًا</b> ভারী কথা	<b>مَنْ شُقْلَتْ</b> যার (পাঞ্চা) ভারী হবে	<b>يُؤْمِنِدِ تَحْدِيثٌ</b> সে দিন বর্ণনা করবে	<b>فَهَنْ تَابَ</b> সুতরাং যে তাওবা করেছে
<b>دَكَّاكَدَكَ</b> চৰ্ণ-বিচৰ্ণ	<b>مِنْ دُونِهِ</b> তাকে ব্যতিত	<b>عَيْنٌ جَارِيَةٌ</b> প্রবাহিত ঝার্ণা	<b>مِنْ جُوعٍ</b> কুর্দা থেকে
<b>صَعِيدَا زَلَقاً</b> পিছিল মাটি	<b>فَمَنْ زُخْرَخَ</b> যাকে মুক্তি দেয়া হবে	<b>نَارًا أَذَاتَ</b> লেলিহান সমৃক্ষ আওন	<b>عَنْ ذَنْبِهِ</b> তার পাপ থেকে
<b>لِنْفُسِ شَيْئًا</b> কারো জন্য কিছু	<b>مِنْ شَرِّ</b> খারাপ থেকে	<b>قَوْلًا سَدِيرِيًّا</b> সঠিক কথা	<b>نَسْخَ</b> আমরা রাহিত করি
<b>* عَذَابًا ضَعْفًا</b> দ্বিতীয় শাস্তি	<b>* مَنْضُودٍ</b> কাটাইন	<b>* صَفَا صَفَّا</b> সারি সারি	<b>* فَانْصَبُ</b> আত্মনিয়োগ করছেন
<b>ظِلَّا ظَلِيلًا</b> দীর্ঘ ছায়া	<b>يَنْظَرُونَ</b> তারা দেখবে	<b>قَوْمًا طَاغِيَّينَ</b> নাফরমান সম্মুদ্দায়	<b>* مُقْنَطَرَةٌ</b> পুঁজিভূত
<b>* كُتُبْ قَيْسَةٌ</b> মূল্যবান গ্রন্থাদি	<b>* مِنْ قَبْلِ</b> ইতিপূর্বে	<b>قِتَالٌ فِيهِ</b> সে বিষয়ে লাড়াই করবে	<b>* يُنْفِقُ</b> সে খরচ করবে
<b>بَدَمْ كَذِيبٌ</b> মিথ্যা রক্ত	<b>لَئِنْ كَفَرْتُمْ</b> যদি তোমরা অধীকার কর	<b>حَدَّا كَثِيرًا</b> অনেক প্রশংসা	<b>مِنْ كُتُبٍ</b> পাত্রলিপি থেকে

\* গুরাতি মোটি হবে।



### \* ইখফা গুন্নাহ্ করার নিয়মঃ

ইখফা ২ প্রকারে গুন্নাহ্ হয় (১) পাতলা (২) মোটা।

ইখফার ১৫টি হরফের মধ্যে ৫টি মোটা হরফ আছে (ص ض ط ظ ق) নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে এ ৫টি হরফের কোন হরফ আসলে মোটা আওয়াজে গুন্নাহ্ করতে হবে। আর বাকি ১০টি হরফের কোনো হরফ আসলে পাতলা আওয়াজে গুন্নাহ্ করতে হবে।

### \* ইখফা গুন্নাহ্ করার আরেকটি নিয়মঃ

ইখফা গুন্নাহ্ করার সময় নূন সাকিন ও তানউয়ীনের বামে ইখফার যে হরফ আসবে গুন্নাহ্ করার সময় সে হরফের মাখরাজের কাছা-কাছি থাকতে হবে। (উত্তায়গণের মুখের দিকে দেখে শিখে নিন)।

## নূন সাকিন ও তানউয়ীনের হরফের পরীক্ষা

ইকুলাব, ইদগাম, ইযহার ও ইখফার হরফগুলো দেখে মুখ্যত করে নিন।

খ	ح	ج	ث	ت	ب
ইযহার	ইযহার	ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইকুলাব
শ	س	ز	ر	ذ	د
ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইদগামী বিলা-গুন্নাহ্	ইখফা	ইখফা
غ	ع	ظ	ط	ض	ص
ইযহার	ইযহার	ইখফা	ইখফা	ইখফা	ইখফা
ن	م	ل	ك	ق	ف
ইদগামী বা-গুন্নাহ্	ইদগামী বা-গুন্নাহ্	ইদগামী বিলা-গুন্নাহ্	ইখফা	ইখফা	ইখফা
الله	ي	ع	ة	و	ح
ইদগামী বা-গুন্নাহ্	ইযহার	ইযহার	ইযহার	ইদগামী বা-গুন্নাহ্	ইখফা



## প্রশ্ন উত্তর

১	প্রশ্ন:	ইখফা অর্থ কি?      উত্তর গোপন করা বা লুকিয়ে পড়া।
২	প্রশ্ন:	ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি?
৩	উত্তর	১৫টি যথাঃ ص ض ط ظ ف ق ل
৪	প্রশ্ন:	ইখফার পরিচয় কি?
৫	উত্তর	নূন সাকিন ও তানউয়ীন এর পরে ইখফার হরফ আসলে গুল্লাহ্ এর সাথে লুকিয়ে পড়তে হয়।
৬	প্রশ্ন:	ইখফাহ গুল্লাহ্ কর্য প্রকার ও কি কি?
৭	উত্তর	ইখফাহ গুল্লাহ্ ২ প্রকার, যেমন মোটা গুল্লাহ্, পাতলা গুল্লাহ্
৮	প্রশ্ন:	ইখফাহ গুল্লাহ্ কর্যটি ও কি কি?
৯	উত্তর	ইখফাহ গুল্লাহ্ ৫টি। নূন সাকিন এবং তানউয়ীন এর পরে এ পাঁচটি মোটা হরফ আসলে গুল্লার আওয়াজ মোটা করে পড়তে হয়। ص ض ط ظ ق
১০	প্রশ্ন:	ইখফা গুল্লাহ্ আদায় করার নিয়ম কি?
১১	উত্তর	ইখফা গুল্লাহ্ আদায় করার সময় নূন সাকিন ও তানউয়ীনের পরে ইখফার যে হরফটি আসবে, সে হরফের মাঝরাজের কাছা কাছি থাকতে হবে।

**الله شব্দের ل পড়ার নিয়ম**

**الله** শব্দের কখনো মোটা, কখনো পাতলা করে পড়তে হয়।

**الله** শব্দের ডানে যবর অথবা পেশ হলে আল্লাহ শব্দের লামকে মোটা করে পড়তে হয়।

بِرْيِيدُ اللَّهِ	نُورُ اللَّهِ	كَلَامُ اللَّهِ	نَاقَةُ اللَّهِ	اللَّهُمَّ
আল্লাহর চান	আল্লাহর নূর	আল্লাহর কালাম	আল্লাহর উটনি	হে আল্লাহ

**الله** শব্দের ডানে যের হলে আল্লাহ শব্দের লামকে পাতলা করে পড়তে হয়।

بِنْعَمَةِ اللَّهِ	فِي دِينِ اللَّهِ	بِسْمِ اللَّهِ	أَعُوذُ بِاللَّهِ
আল্লাহর নেয়ামত	আল্লাহর ধর্মে	আল্লাহর নামে	আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই



## মীম সাকিন এর পরিচয়

মীম সাকিন ۳ جَعْمَ وَযَلَا لَا مীমকে বলে। মীম সাকিন পড়ার নিয়ম ৩ টি  
 ① ইখ্ফায়ি শাফাউয়ী ② ইদ্গামি শাফাউয়ী ③ ইয়হারি শাফাউয়ী।

১. মীম সাকিন এর বামে بَ آসলে এ মীম সাকিন কে গুলাহ করে পড়তে  
 হয়। এটাকে ইখ্ফায়ি শাফাউয়ী বলে। اخْفَاءُ شَفَوْيٌ

<b>يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ</b> <small>(আর যে বাঙ্গি) আল্লাহকে আঁকড়ে ধরবে</small>	<b>وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ</b> <small>তারা ঈমানদার নয়</small>
<b>قُمْ بِاِذْنِ اللَّهِ</b> <small>তুমি দাঢ়া ও আল্লাহ'র অনুমতিতে</small>	<b>تَرْمِيْهُمْ بِحِجَارَةٍ</b> <small>(পাখিশগো) তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করছিল</small>
<b>فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ</b> <small>যথন তারা সকলে খোলা ময়দানে আবির্জিত হবে</small>	<b>وَمَا صَاحِبُكُمْ بِسَجْنُونِ</b> <small>(আর তোমাদের সঙ্গী) পাগল নন</small>
<b>إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ</b> <small>নিশ্চই তাদের রব তাদের বেগারে অবগত আছেন</small>	<b>فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ</b> <small>তিনি তোমাদেরকে কৃতকর্ম সম্পর্কে জোনাবেন</small>
<p>২. মীম সাকিন এর বামে مীم ۴ আসলে গুলার সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।      এটাকে ইদ্গামি শাফাউয়ী বলে। যেমনঃ-</p>	<b>عَلَيْهِمْ مَطَرًا</b> <small>(অবতীর্ণ হল) তাদের উপর বৃষ্টি</small>
<b>إِنِّي كُمْ مَرْسُلُونَ</b> <small>তোমাদের নিকট (প্রেরণ করা হয়েছে) রসূলগণ</small>	<b>وَهُمْ مُهْتَدُونَ</b> <small>তারা হেয়ায়েত প্রাপ্ত</small>
<b>وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ</b> <small>তিনি তাদেরকে ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করছেন</small>	<b>إِنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ</b> <small>নিশ্চই তারা পুনরুৎস্থিত হবে</small>
<b>فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ</b> <small>তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি</small>	<b>وَمَا هُمْ مِنْكُمْ</b> <small>তারা নয় তোমাদের অন্তর্ভুক্ত</small>
<b>عَلَيْهِمْ مَوْصَدَةٌ</b> <small>(নিশ্চই জাহান্নামের আগুন) তাদের উপর বেধে দেওয়া হবে</small>	<b>إِظْهَارٌ شَفَوْيٌ</b> <small>একাহার প্রকাশ করে পড়তে হয়। এটাকে ইয়হারি শাফাউয়ী বলে।</small>
<p>৩. মীম সাকিন এর বামে بَ অথবা مَ ব্যৱtীত অন্য হরফ আসলে মীম      সাকিনকে স্পষ্ট করে পড়তে হয়। এটাকে ইয়হারি শাফাউয়ী বলে। إِظْهَارٌ شَفَوْيٌ</p>	

## ( ) হরফ পড়ার নিয়ম

র ( ) হরফটি পড়ার সময় অনুযায়ী দুই ধরণের আওয়াজ বা স্বরে পড়তে হয়। প্রথমতঃ মোটা আওয়াজে, দ্বিতীয়তঃ হালকা পাতলা আওয়াজে।

মোটা আওয়াজে পড়ার নিয়মঃ এ আওয়াজে উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়ার অংশ উপরের দিকে কিছুটা উঠে যাবে। সে কারণে আওয়াজ কিছুটা গন্তব্যের এবং মোটা হবে।

সংখ্যা	( ) মোটা পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১	( ) এর উপর যখন যবর হবে।	رَأِيْتُ-رَسُولٌ
২	( ) এর উপর যখন পেশ হবে।	رُسْلُ-كَفَرُونَ
৩	( ) এ সাকিন এবং তার আগের হরফের উপর যখন যবর হবে।	يَرْجِعُونَ-وَأَرْسَلَ
৪	( ) এ সাকিন এবং তার আগের হরফে যখন পেশ হবে।	زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-تُرْجَعُ الْأُمُورُ

## ( ) হরফ পাতলা পড়ার নিয়ম

সংখ্যা	( ) পাতলা পড়ার নিয়মাবলী	উদাহরণ
১	( ) হরফের নিচে যের হলে	رِزْقًا-رِكْزٌ
২	( ) হরফে ওয়াক্ফ করার সময় তার পূর্বে হরফে সাকিন এবং সাকিনের পূর্বে যের হলে।	ذِكْرٌ. بِعْرٌ.
৩	( ) হরফে ওয়াক্ফ করার সময় তার পূর্বে ইয়া সাকিন হলে।	خَيْرٌ-سَيِّرٌ

## টা-শব্দ পড়ার নিয়ম

আমরা পূর্বে পড়েছি যবরের বাম পাশে খালি আলিফ থাকলে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। তবে আনা শব্দ টেনে পড়া যাবেনা। যেমন:

وَلَا إِنَّا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝

সূরা কাফিরনের এ আয়াতটির আনা শব্দ টেনে পড়া যাবেনা।

শুধুমাত্র চার অবস্থায় আনা শব্দ লম্বা করে পড়তে হবে।

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۝

সূরা লুকমান, আয়াত- ১৫

আর আপনি তার পথ অনুসরণ করুন যে আমার দিকে ধাবমান

أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوَّبَ إِلَى اللَّهِ ۝

সূরা যুমার, আয়াত- ১৭

(যারা তাঙ্গতের ইবাদাত থেকে বিরত থেকেছে এবং আল্লার দিকে ধাবমান হয়েছে)

সূরা আলি ইমরান, আয়াত- ১১৯

وَإِذَا حَلَوْا عَضْوًا عَلَيْكُمُ الْأَنَاءِ مِنَ الْغَيْظِ ۝

আর যখন তারা (মুমিনদের থেকে) প্রথক হয় তখন তারা তোমাদের উপর ক্রেতে আঙ্গুল কামরায়

সূরা ফুরক্তান আয়াত- ৪৯

وَنُسَقِيَهُمَا خَلَقْنَا آنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا ۝

আমি তাকে পান করাই যা থেকে আমি অনেক মানুষ ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছি

বিদ্র: এ জাতীয় শব্দ মূলত আনা নয়, এখনে দুটি শব্দ রয়েছে, তা লম্বা করে পড়তে হবে।

قَالُوا بَلِ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۝

সূরা মূলক, আয়াত- ৯

তা বলবে হ্য অবশ্যই এসেছে আমাদের কাছে সতর্ককারি

## আলিফে যা-ইদাহ

আলিফে যা-ইদাহ অর্থ:- অতিরিক্ত আলিফ। এতে লম্বা করা যাবেনা। এটা কুরআন মাজীদে মোট ২৪ জায়গায় আছে। এটা লিখতে ব্যবহার হবে, পড়তে ব্যবহার হবে না। তবে এতে ওয়াক্ফ করলে এক আলিফ লম্বা হবে।

قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ۝

সূরা দাহর আয়াত - ১৬

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝

সূরা দাহর আয়াত - ১৫



# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	আল্লাহ শব্দের ডানে কি হরকত থাকলে মোটা করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	আল্লাহ শব্দের ডানে (যবর / পেশ) থাকলে আল্লাহ শব্দ মোটা করে পড়তে হয়।
২	<b>প্রশ্ন:</b>	আল্লাহ শব্দ কখন পাতলা করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	আল্লাহ শব্দের ডানে যের থাকলে আল্লাহ শব্দ পাতলা করে পড়তে হয়।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	মীম সাকিন কাকে বলে? <b>উত্তর</b> জ্যম ওয়ালা মীমকে বলে।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	মীম সাকিন কয় প্রকারে পড়া যায়?
	<b>উত্তর</b>	তিনি প্রকারে পড়া যায়, যেমনঃ (১) ইথফায়ে শাফাউয়ী, (২) ইদগামে শাফাউয়ী, (৩) ইয়হারে শাফাউয়ী।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	মীম সাকিনের বামে <b>৷</b> থাকলে কি করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	গুন্নাহ করে পড়তে হয় (এটাকে ইথফায়ে শাফাউয়ী বলে)।
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	মীম সাকিনের বামে <b>৷</b> থাকলে কি করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	গুন্নাহ করে পড়তে হয় (এটাকে ইদগামে শাফাউয়ী বলে)।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	মীম সাকিনের বামে <b>৷ ৷</b> না থাকলে কি করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয় (এটাকে ইয়হারে শাফাউয়ী বলে)
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	'র' এর উপর যবর/পেশ হলে 'র' কি করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	'র' মোটা করে পড়তে হয়।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	জ্যম ওয়ালা 'র' এর ডানে যবর/পেশ হলে কি করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	'র' মোটা করে পড়তে হয়।
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	<b>ঝ</b> শব্দ কয় জায়গায় লব্ধ করে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	৪ জায়গায়। যথা: <b>আনাবু. আনামে! আনাসৈ!</b>
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	আলিফে যা-ইদাহ অর্থ কি? <b>উত্তর</b> অতিরিক্ত আলিফ।
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	আলিফে যা-ইদাহ কুরআন মাজীদে মোট কয় জায়গায় আছে? <b>উত্তর</b> ২৪ জায়গায়।
১৩	<b>প্রশ্ন:</b>	আলিফে যা-ইদাহ পড়ার নিয়ম কি?
	<b>উত্তর</b>	এটা লিখতে ব্যবহার হয় পড়তে ব্যবহার হয় না, আর ওয়াকফ করার সময় ১ আলিফ লব্ধ হয়।



## তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ করার নিয়মাবলী

আমরা কথা বলার সময় ছোট/বড় বিভিন্ন রকমের বাক্য দ্বারা কথা বলে থাকি। বড় কথার মাঝখানে দম ছেড়ে দিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করি। যেখানে দম ছেড়ে দেই সে কথাটি লেখার সময় (।) দাঁড়ি বা (,) কমা দিয়ে থাকি। এ রকমভাবে সকল ভাষার মধ্যেই দাঁড়ি বা কমা রয়েছে। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার সময়ও দাঁড়ি/কমা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ওয়াক্ফ। কুরআন তিলাওয়াতে অনেক ধরণের ওয়াক্ফ রয়েছে। নিম্নে কিছু ওয়াক্ফের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক্রঃ	চিহ্নসমূহের নাম	ওয়াক্ফ করা/না করার বিবরণ
১	(ঘ) ওয়াক্ফে তাম	আয়াত শেষে এ চিহ্ন থাকলে ওয়াক্ফ করতে হবে।
২	(ঠ) ওয়াক্ফে লাযিম	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করতে হবে, না হয় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে।
৩	(ঁ) ওয়াক্ফে মুত্তলাক	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা উত্তম।
৪	(ঃ) ওয়াক্ফে জায়েয	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। (তবে ওয়াক্ফ করা উত্তম)
৫	(ং) ওয়াক্ফে মুজাওয়াজ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। (তবে ওয়াক্ফ করা উত্তম)
৬	(চ) ওয়াক্ফে মুরাখ্খাছ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ না করা উত্তম।
৭	(ঁফ) ওয়াক্ফে আমর	এ চিহ্নে অবশ্যই ওয়াক্ফ করতে হবে।

ক্রঃ	চিহ্নমূহের নাম	ওয়াক্ফ করা/না করার বিবরণ
৮	لِ وَيَأْكُفُ كُلِّ الْأَلَّا	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ না করা ভালো ।
৯	لَا وَيَأْكُفُ أَلَّا	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা যাবে না, তবে অনেক সময়ই ওয়াক্ফ করা যায় ।
১০	صَلِيْلِ وَيَأْكُفُ وَيَأْقَلُ أَلَّا	এ চিহ্নে মিলিয়ে পড়া ভাল ।
১১	سَكَنْتَهُ وَيَأْكُفُ سَاقْتَاهُ	শ্বাস চালু রেখে আওয়াজ (১ আলিফ) পরিমাণ সময় বন্ধ রেখে তিলাওয়াত করবে ।
১২	وَقْفٌ وَيَأْكُفُ	এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা যাবে ।
১৩	مَعَانِقَةً مُ-يَا'নَا-কাহ	এ চিহ্নগুলো শব্দের দুই পাশে থাকে যে কোন একটিতে ওয়াক্ফ করবে ।
১৪	وَقْفٌ نَبِيِّ صَلِيْلِ	এ চিহ্নে থামা উভয় । ওয়াক্ফে নাবী (সাঃ)
১৫	وَقْفٌ غَفْرَانٌ	এ চিহ্নে থামলে গুনাহ মাফ হয় । ওয়াক্ফে গুফরান
১৬	وَقْفٌ جَبْرَائِيلٌ	এ চিহ্নে থামলে বরকত হয় । ওয়াক্ফে জিবরাইল
১৭	رَبِعٌ رَبْعٌ	এ চিহ্ন পারার এক চতুর্থাংশ $\frac{1}{4}$ অংশ
১৮	نَصْفٌ نِسْفٌ	এ চিহ্ন পারার অর্ধাংশ $\frac{1}{2}$ অংশ
১৯	ثُلُثٌ ثُلُثٌ	এ চিহ্ন পারার তিন চতুর্থাংশ $\frac{3}{4}$ অংশ

## سکتہ شاکْتَاهُ-এর বর্ণনা

**سکتہ** অর্থ : চুপ থাকা, এটিও একটি ওয়াক্ফের মত, তবে এটার নিয়ম ভিন্ন। কুরআন মাজীদ এ মোট ৪ জায়গায় **سکتہ** আছে। দু'টি শব্দের মাঝখানে **سکتہ** থাকে। এটা পড়ার নিয়মঃ প্রথম শব্দ বলার পর ১ আলিফ পরিমাণ আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস জারি রেখে পড়তে হয়।

مِنْ مَرْقَدِنَا سکتہ هذَا

সূরা ইয়াসিন, আয়াত-৫২

عَوْجَأً سکتہ قَبِيْلًا

সূরা কুহাফ, আয়াত-১

كَلَّا بَلْ سکتہ رَانَ

সূরা মুত্তফিকীন, আয়াত-১৪

وَقِيلَ مَنْ سکتہ رَاقِيْلَ

সূরা কুব্যামাহ, আয়াত-২৭

## ওয়াক্ফ সংক্রান্ত কিছু জরুরী বিষয়

আমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে হরকত, তানউয়ীন, জয়ম, তাশদীদসহ মোট ১১টি চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। এ ১১টি চিহ্নের মধ্যে ওয়াক্ফ করার সময় ৭টি চিহ্নে জয়ম ব্যবহার করতে হয়।

তা হচ্ছেঃ । । । । । । ।

আর দু'টি চিহ্নে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। তা হচ্ছেঃ । ।

অপর দু'টি হচ্ছে জয়ম তাশদীদ । ।

\* জয়ম হলে জয়মই পড়তে হয়। \* তাশদীদ হলে দেড় হরকত পরিমাণ দেরি করে পড়তে হয়।

## আ'রিদী সাকিনের পরিচয়:

ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে যে সাকিন হয় উহাকে আ'রিদী সাকিন বলে। যেমন:

○ نَسْتَعِينُ কে ওয়াক্ফ করলে ○ نَسْتَعِينُ পড়তে হয়।

## ওয়াকফের হরফে/আয়াতের শেষ হরফে কোথায় কি পড়তে হবে নিম্নে তা দেয়া হলো

\* এক যবর, এক যের, এক পেশ, দুই যের, দুই পেশ, খাড়া যের,  
উল্টা পেশ হলে ওয়াকফের হরফে/আয়াতের শেষ হরফে জ্যম দিয়ে  
পড়তে হবে। যেমনঃ

一	এক যবর হলে	○ أَنَا أَعْطِينَكَ الْكَوْثَرَ
—	এক যের হলে	○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
—	এক পেশ হলে	○ إِذَا جَاءَتْ صُرُّ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
≡	দুই যের হলে	○ لِإِلْفِ فَرِیْشِ
≡	দুই পেশ হলে	○ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ
।	খাড়া যের হলে	○ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتْبَهُ وَرَأَءَظِيمُ
।	উল্টা পেশ হলে	○ الَّذِي جَمَعَ مَا لَأُ وَعَدَهُ

আয়াতের শেষে জ্যম ব্যবহারের কারণে কুলকুলার হরফ  
হলে কুলকুলাহ করে পড়তে হবে। যেমনঃ

ق	خَلْقٌ	○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
ط	مُحِيطٌ	○ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِهِمْ مُحِيطٌ
ب	وَقَبٌ	○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبٍ
ج	بُرُوفُجٌ	○ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوفِجٍ
د	حَسَدٌ	○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



আয়াতের শেষে জ্যম ব্যবহারের কারণে মাদ এর হরফ  
হলে এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

**لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ قُلْ أُو حَمْ ۝**

বলুন আমার কাছে ওই অবঙ্গ করা হয়েছে

তিনি বাতিত নেই কেন ইলাহ

ওয়াক্ফ করার সময় যবর/যেরের বাম পাশে খালি ৭ থাকলে এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

**لَا يَصْلَحُهَا إِلَّا لِأَشْفَقِي ۝ سَبِّحْ أَسْمَهُ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝**

জাহান্নামে কেবল বরই দুর্ভাগ্য প্রবেশ করবে

তাসবীহ পাঠ করুন আপনার সর্বশেষ প্রতিপালকের নামের

**هَارُونَ أَخْيَ ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْفَقِي ۝**

আমার ভাই হারুনকে (রিসালাত দান করুন)

দুর্ভাগ্য বাজি জাহান থেকে দূরে থাকবে

পেশের বাম পাশে খালি ৭ থাকলে ওয়াক্ফ করার সময় এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

**وَلَا تَقْتُلُوا ۝ قُلْ ادْعُوا ۝**

তোমরা তোমাদের (সন্তানদেরকে) হত্যা কর না

আপনি বলুন তোমরা (তোমাদের ইলাহদেরকে) আহবান কর

আনা শব্দ ও আলিফে যা-ই-দাতে ওয়াক্ফ করলে এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

**أَنَّا ۝ أَنْ تَبْوَءُوا ۝ لِتَبْلُوا ۝ لِيَرْبُوا ۝**

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে তাশদীদ থাকলে, উচ্চারণে দেড় হরকত পরিমাণ সময় লাগবে।

**إِنْسٌ ۝ وَلَا جَانٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيٌ ۝**

যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন

কোন মানুষ এবং জীব

**لَهُبٌ وَتَبٌ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ ۝ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۝**

ছাই শান্তি

তিনি বললেন সত্যই যে

(ধর্ম হক আবুলাহাব) বরবাধ হক

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে জ্যম থাকলে, জ্যম-ই পড়তে হবে।

**وَلَا آنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَإِنْحِزْ ۝**

আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না



ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে থাকলে  
এক যবর বাদ দিয়ে এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

## وَجَنْتَ الْفَافًا

সারি সারি বাগান

## وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়

\* ৩০ নথর পারায় 'সুরা নবা ও নাহিয়াত' এর অনেক আয়াতেই এ মাদ রয়েছে।

গোল তারে দুই যবর হলে ওয়াক্ফ করার সময় মাদ হবেনা হা সাকিন পড়তে হবে।

## تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً لَا تَسْعَ فِيهَا لَاغِيَةً

সেখায় কেবান অনর্থক কথা বার্তা ভুলে না

সে প্রবেশ করাবে জলস্ত আজনে

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে মাদ এর হরফ থাকলে এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

## إِلَى رِبِّكَ مُنْتَهَهَا وَادْخُلْ جَنَّتَيْ

যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে

আর তুমি প্রবেশ কর আমার জাহানে

আপনার রাবের নিকটেই কেড়ামতের জান রয়েছে

\* ৩০ নথর পারায় 'সুরা আশ-শামিস' এর পঁচেরটি আয়াতের শেষে পঁচেরটি মাদ এর হরফ রয়েছে।

ওয়াক্ফ করার সময় আয়াতের শেষ হরফে থাকলে এক আলিফ লঘা করে পড়তে হবে।

## فَآمَّا مَنْ طَغَى وَالَّذِي إِذَا يَغْشِي

যিনি নির্ধারণ করেছেন এবং হেনোয়েত দিবেসের আর দিবেসের কসম যখন আচ্ছাদিত হয়

আর যে নাকরমানি করেছে

\* ওয়াক্ফের সাথে খালি পড়তে হবেনা। ৩০ নথর পারায় 'সুরা আল্গা ও লাইল' এর অনেক আয়াতেই এ মাদটি পাওয়া যাবে।

গোল তায়ে ওয়াক্ফ করলে কোনো নিয়মই চলবেনা। কুরআন মাজীদ এ ব্যবহৃত ১১টি চিহ্ন থেকে  
যে কোনো চিহ্ন বসলেই তাকে হা সাকিন পড়তে হয়। যেমনঃ

## بِأَيْدِيْنِ سَقَرَةٍ

সেখানে দায়িত্বে নিয়েজিত স্থানিত ফেরাতানের হাতে

## كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

কঢ়ানই না, তাকে নিষেক করা হবে ফুটস্ত অধিকান্তে

## ইমালাহ

এ শব্দের 'র' এর খাড়া 'যের' বাংলা (এ-র) একারের মতো পড়তে হবে। এটাকে ইমালাহ বলে।

## بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيَهَا وَمُرْسِهَا

সুরা হৃদ এর ৪১ নং আয়াত

( মাজরিহা এর পরিবর্তে মাজরেহা পড়তে হবে )

# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	ওয়াক্ফ অর্থ কি? <b>উত্তর</b> থেমে যাওয়ার স্থান।
২	<b>প্রশ্ন:</b>	আয়াতের শেষ হরফে কি ব্যবহার করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	এক ঘর, এক ঘের, এক পেশ, দুই ঘের, দুই পেশ, থাড়া ঘের, উচ্চা পেশ থাকলে জ্যম দিয়ে পড়তে হয়।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	জ্যম ব্যবহারের কারণে মাদ্দ এর হরফ হলে কি করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	ওয়াক্ফ করার সময় কয়টি চিহ্নে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	২টি। যথা: 
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	আয়াতের শেষে মাদ্দ এর হরফ থাকলে পড়ার নিয়ম কি?
	<b>উত্তর</b>	এক আলিফ লম্বা করে পড়তে হয়।
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	আয়াতের শেষ হরফে তাশদীদ থাকলে কি করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	দের হরকত পরিমাণ দেরি করতে হয়।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	আয়াতের শেষ হরফে জ্যম থাকলে কি করতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	জ্যমই পড়তে হয়।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	(ম) ‘ওয়াকফে লাযিম’ থাকলে ওয়াক্ফ না করলে কি হয়?
	<b>উত্তর</b>	অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	<b>سکنہ</b> ছাকতাহ অর্থ কি? <b>উত্তর</b> চুপ থাকা।
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	<b>سکنہ</b> ছাকতাহ পড়ার নিয়ম কি?
	<b>উত্তর</b>	প্রথম শব্দ বলার পর ১ আলিফ পরিমাণ আওয়াজ বদ্ধ করে শ্বাস জারি রেখে পড়তে হয়।
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	ওয়াক্ফ করার সময় কয়টি চিহ্নে জ্যম পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	৭টি। যথা: 
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	আ'রিদ্বী সাকিন কাকে বলে?
	<b>উত্তর</b>	ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে যে সাকিন হয় তাকে আ'রিদ্বী সাকিন বলে।
১৩	<b>প্রশ্ন:</b>	গোল তায়ে <b>ঁ</b> ওয়াক্ফ হলে কি পড়তে হয়? <b>উত্তর</b> <b>ঁ</b> সাকিন পড়তে হয়।
১৪	<b>প্রশ্ন:</b>	ইমালা কি ভাবে পড়তে হয়? <b>উত্তর</b> বাংলা একারের মত পড়তে হয়।

## قُطْنَ نুনে কৃত্তনী (তুলার মত পাতলা)

\* **নুনে কৃত্তনী:** শব্দের শেষ হরফে তানউয়ীন আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে জ্যম অথবা তাশদীদ থাকলে পূর্বের এবং পরের দুই শব্দকে মিলিয়ে পড়ার সময় দুই যবরের জায়গায় এক যবর, দুই যেরের জায়গায় এক যের, দুই পেশের জায়গায় এক পেশ পড়তে হয় এবং দুই শব্দের মাঝে একটি ছোট নুন (ن) বসিয়ে নিচে যের দিয়ে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। ওয়াক্ফ করলে নুনে কৃত্তনী পড়তে হয় না।

যেমন: (সূরা-ইখলাসের এ আয়াত ২টি মিলিয়ে পড়লে)

ওয়াক্ফ করে পড়লে	মিলিয়ে পড়লে
○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ أَللَّهُ الصَّمَدُ	○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ○ اللَّهُ الصَّمَدُ

(সূরা-হমায়ার এ আয়াত ২টি মিলিয়ে পড়লে)

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِتَرَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَ دَةً ۝
-------------------------------------------------------------------------

ইংশাআল্লাহু ও মাশাআল্লাহু এই দুইটি কুরআনের আয়াত ভাষাগত ভাবে ব্যবহারের নিয়ম

**ইংশাআল্লাহু:** বাংলা কথার শেষে ‘ব’ ইংশাআল্লাহু বলবো। • إِنْ شَاءَ اللَّهُ

আমরা যখন বাংলায় কথা বলি, কথার শেষ অক্ষর/বাকেয়ের শেষ অক্ষর যদি হয় ‘ব’ তাহলে আমরা বলবো ইংশাআল্লাহু। যেমন: (১) আমি ফজরের নামাজ মসজিদে পড়বো, ইংশাআল্লাহু (২) আগামীতে হজ্জে যাবো, ইংশাআল্লাহু (৩) সব সময় সত্য কথা বলবো, ইংশাআল্লাহু (৪) আমি প্রতিদিন ‘এসো কুরআন শিখ’ ক্লাসে আসবো, ইংশাআল্লাহু। ইংশাআল্লাহুর অর্থ: যদি আল্লাহ চান।  
সুরা: আল-ফাতেহ: ২৭

**মাশাআল্লাহু:** যখন সুন্দর/ভাল দেখবো মাশাআল্লাহু বলবো। • مَا شَاءَ اللَّهُ

আল্লাহ তাঁয়ালার সৃষ্টি জগতে কোন সুন্দর কিছু দেখলে বলবো মাশাআল্লাহু। অথবা কেউ কোন ভাল কাজ করলে তাকে বলবো মাশাআল্লাহু। যেমন: (১) মক্কা ও মদিনা দেখতে খুবই সুন্দর, মাশাআল্লাহু (২) এবার আব্দুর রহিমের জমিতে খুবই ভাল ফসল হয়েছে, মাশাআল্লাহু (৩) সহীহ তাঁলীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের মাল্টিমিডিয়া কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি খুবই সুন্দর, মাশাআল্লাহু।  
মাশাআল্লাহুর অর্থ: যদি আল্লাহ তাঁয়ালার যা চান।  
সুরা কাহার-৫৪ এবং সুরা আল-৭

**إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِلَهَهُ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ**

তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর কারণ, কুরআন কিয়ামাতের দিন তিলাওয়াত করীর জন্য সুপ্রাপ্তি করবে।

(হুসলিম)

খন্দ ২, পৃষ্ঠা ১৯৭ হাদীস ১৯১০

## - الْخُرُوفُ الْمُعْتَدِلُونَ - হৃরংফি মুক্তাত্ত্বাত

পবিত্র কুরআন মাজীদ এ মোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে, এর মধ্যে ২৯ টি সূরার শুরুতে হৃরংফি মুক্তাত্ত্বাত রয়েছে। যার অর্থ আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল (সা:) ছাড়া কেউ জানতে পারে নি। এগুলোর মাহাত্ম্য আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল জানেন। এগুলো তিলাওয়াত করার বিশেষ নিয়ম রয়েছে। এ হরফ গুলো তিলাওয়াত করতে হলে প্রতিটি হরফের আরবী বানান জানা থাকতে হবে। কারণ বেশ কিছু মুক্তাত্ত্বাতের তাজউয়ীদ এর কায়দা অনুযায়ী, মাদ, গুন্নাহসহকারে তিলাওয়াত করতে হয়। বিস্তারিত উত্তাপগণের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

ক্রমিক	সূরার নাম	মুক্তাত্ত্বাত
১	সূরা বাকুরা	الْم
২	সূরা ইমরান	الْم
৩	সূরা আ'রাফ	الْهَس
৪	সূরা ইউন্স	الْز
৫	সূরা হুদ	الْز
৬	সূরা ইউসুফ	الْز
৭	সূরা রা�'দ	الْز
৮	সূরা ইব্রাহীম	الْز
৯	সূরা হিজর	الْز
১০	সূরা মারইয়াম	كَهْيَعَصْ <small>খেয়া খায়া</small>
১১	সূরা তুহা	طَه
১২	সূরা শুয়া'রা	طَسْم

ক্রমিক	সূরার নাম	মুক্তাত্ত্বাত
১৩	সূরা নাম্ল	طَسْ
১৪	সূর কাসাস	طَسْمَ
১৫	সূরা আংকাবুত	الْمَ
১৬	সূরা রূম	الْمَ
১৭	সূরা লোকমান	الْمَ
১৮	সূরা সাজ্দাহ	الْمَ
১৯	সূরা ইয়াসীন	بِسْ
২০	সূরা সদ	صَ
২১	সূরা মু'মিন	حَمَ
২২	সূরা হা মীম সাজ্দাহ	حَمَ
২৩	সূরা শুরা	حَمَ - عَسْقَ
২৪	সূরা যুখরংফ	حَمَ
২৫	সূরা দুখান	حَمَ
২৬	সূরা জাহিযাহ	حَمَ
২৭	সূরা আহ়কাফ	حَمَ
২৮	সূরা কুফ	قَ
২৯	সূরা কুলাম	قَ

## কুরআন মাজীদ এ মোট ১৪ টি সিজদাহ্ রয়েছে

পবিত্র কুরআনুল কারিমের এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যেগুলোর তিলাওয়াত করলে বা শুনলে পাঠক ও শ্রোতাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করতে হয়। এই সিজদাকে সিজদায়ে তিলাওয়াত বলা হয়। তিলাওয়াত শব্দ করে বা নিঃশব্দে যেভাবেই করা হোক না কেন সিজদা করতেই হবে। তবে একই আয়াত বারবার পড়লে তিলাওয়াত শেষে একবার সিজদা করলে যথেষ্ট হবে।

এই সিজদা ফরজ নয়, ওয়াজিব। এ সিজদা না করলে গোনাহ হবে। তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি হলো, হাত না উঠিয়ে দাঁড়ানো থেকে আল্লাহ আকবার বলে সোজা সিজদায় চলে যেতে হবে এবং সুবহানা রাবিয়াল আ'লা তিনবার পড়ে আল্লাহ আকবার বলে দাঁড়াতে হবে। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহুদ নেই, সালামও নেই। এ সিজদার জন্য হাত উঠাতে বা হাত বাঁধতে হবে না এবং দুটি সিজদাও করতে হবে না। যদি না দাঁড়িয়ে বসে বসে সিজদা করে অথবা সিজদা করে বসে থাকে তাও জায়েজ আছে। পুরুষদের জন্য আল্লাহ আকবর জোরে বলা উত্তম।

কেউ ইচ্ছাপূর্বক শুনে থাকুক কিংবা অন্য কাজে নিয়োজিত থাকাবস্থায় শুনে থাকুক অথবা অজুহীন অবস্থায় শুনে থাকুক, সিজদার আয়াত যে শুনবে, তার ওপরই সিজদা করা ওয়াজিব। এ জন্য সিজদার আয়াত তিলাওয়াতকালে চুপে চুপে তিলাওয়াত করা ভালো, যাতে অপর কোনো ব্যক্তিকে অসুবিধায় পড়তে না হয়।

নামাজ শুন্দ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আছে, যেমন অজু থাকা, জায়গা পাক, শরীর পাক, কাপড় পাক এবং কিবলামুখি হওয়া। তিলাওয়াতের সিজদার জন্যও এসব শর্ত প্রযোজ্য।

নামায়ের সিজদা যেভাবে আদায় করতে হয়, তিলাওয়াতের সিজদা ও সেভাবে আদায় করতে হবে। কেউ কেউ কুরআনে কারিমের ওপর সিজদা করে, এতে সিজদা আদায় হবে না। বুঝমান নাবালেগ শিশু থেকে সিজদার আয়াত শুনলেও শ্রোতার ওপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়।

নামাজরত ব্যক্তি যদি বাইরের লোকের কাছে অথবা বাইরের লোক নামাজরত ব্যক্তির কাছে আয়াতে সিজদা শোনে তাহলেও তাদের ওপর সিজদা ওয়াজিব হবে। তবে নামাজরত ব্যক্তি নামাজ শেষ করে আলাদাভাবে সিজদা আদায় করবে।

ক্রংণৎ	সূরার নাম	পারা নং	আয়াত নম্বর
১	সূরা আ'রাফ	৯	শেষ আয়াত-২০৬
২	সূরা রাদ	১৩	আয়াত-১৫
৩	সূরা নাহল	১৪	আয়াত-৫০
৪	সূরা বানী ইসরাইল	১৫	আয়াত-১০৯
৫	সূরা মারহিয়াম	১৬	আয়াত-৫৮
৬	সূরা হাজ্জ	১৭	আয়াত-১৮
৭	সূরা ফুরক্কান	১৯	আয়াত-৬০
৮	সূরা নাম্ল	১৯	আয়াত-২৬
৯	সূরা সাজ্দাহ	২১	আয়াত-১৫
১০	সূরা সদ	২৩	আয়াত-২৪
১১	সূরা হা মীম সাজ্দাহ	২৪	আয়াত-৩৮
১২	সূরা আন নাজ্ম	২৭	আয়াত-৬২
১৩	সূরা ইংশিকাকু	৩০	আয়াত-২১
১৪	সূরা আ'লাকু	৩০	আয়াত-১৯

# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	নুনে কৃত্তনী অর্থ কি? <b>উত্তর</b> তুলার মত পাতলা
২	<b>প্রশ্ন:</b>	নুনে কৃত্তনী পড়ার নিয়ম কি?
	<b>উত্তর</b>	প্রথম শব্দের শেষে তানউয়ীন আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে তাশদীদ থাকলে প্রথম শব্দে হরকত দিয়ে দুই শব্দের মাঝে নুনের নিচে যের দিয়ে দ্বিতীয় শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	হুরফে মুক্তাত্ত্বাত শব্দের অর্থ কি? <b>উত্তর</b> কাটা কাটা/আলাদা আলাদা হরফ।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	কুরআন মাজীদের কয়টি সূরার শুরুতে হুরফে মুক্তাত্ত্বাত আছে?
	<b>উত্তর</b>	২৯ টি সূরার শুরুতে হুরফে মুক্তাত্ত্বাত আছে।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	হুরফে মুক্তাত্ত্বাতের অর্থ কি কেউ জানে? <b>উত্তর</b> আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) ভাল জানেন।
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	হুরফে মুক্তাত্ত্বাতের কি ভাবে পড়তে হয়?
	<b>উত্তর</b>	হুরফে মুক্তাত্ত্বাত পড়ার জন্য প্রতিটি হরফের নামের বানান জানা থাকলে সঠিক ভাবে পড়া যায়।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	তিলাওয়াতে সিজদাহ কি?
	<b>উত্তর</b>	কুরআন মাজীদের যে আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সিজদার কথা বলেছেন সে আয়াতটি তিলাওয়াত করলে সিজদা দিতে হয়।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	কুরআন মাজীদে মোট কয়টি সিজদার আয়াত আছে? <b>উত্তর</b> ১৪ টি
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের হুকুম কি?
	<b>উত্তর</b>	যিনি তিলাওয়াত করবেন এবং যারা শুনবেন উভয়কেই সিজদার আদায় করতে হবে।
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	মুখস্থ করার জন্য সিজদার একটি আয়াত বার বার পড়লে কি প্রত্যেক বার সিজদাহ দিতে হবে?
	<b>উত্তর</b>	না। এক বৈঠকে যতবার তিলাওয়াত করবে শেষে একটি সিজদাহ দিলেই চলবে।
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	সিজদাহ কি বসে আদায় করবে নাকি দাঁড়িয়ে আদায় করবে?
	<b>উত্তর</b>	তিলাওয়াতের সময় কুরআন মাজীদ বক করে দাঁড়িয়ে সিজদাহ আদায় করবে।
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	এক বৈঠকে একাধিক সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে কি সবগুলো সিজদাহ এক সাথে দেয়া যাবে?
	<b>উত্তর</b>	হ্যাঁ। সবগুলো সিজদাহ একসাথে আদায় করা যাবে। যদের শেষেও সবগুলো সিজদাহ এক সাথে আদায় করা যায়।
১৩	<b>প্রশ্ন:</b>	বিনা ওযুতে/অপবিত্র অবস্থায় ও মাকরহ সময়ে সিজদাহ আদায় করা যাবে কি?
	<b>উত্তর</b>	না। পরবর্তী সময়ে আদায় করে নেবে।

## ৪৫ - কালিমাহু সমূহ

كَلِمَةُ طَبِيعَةٍ - কালিমাহু ত্বইয়িবাহ (অর্থ: পবিত্র বাক্য)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

প্রশংসিত/  
আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর ব্যতীত/ ছাড়া উপাস্য নেই (কোনো)

অর্থ : নেই কোনো উপাস্য (ইবাদাতের উপযুক্ত) আল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রসূল।

كَلِمَةُ شَهَادَةٍ - কালিমাহু শাহাদাঃ (অর্থ: সাক্ষ্য দানের বাক্য)

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ

অংশীদার নেই তিনি একক আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

প্রশংসিত/  
তাঁর রসূল এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মদ (সা:) যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আরো তাঁরই জন্যে

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

কালিমাহু তাওহীদ অর্থঃ সম্মানিত বাক্য

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَا ثَانِي لَكَ مُحَمَّدٌ

প্রশংসিত/  
মুহাম্মদ (সা:) তোমার জন্য কোনো দ্বিতীয় সন্তা নেই একক তুমি ব্যতীত কেন উপেস্য নেই

رَسُولُ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল মুক্তাকিদের ইমাম আল্লাহর প্রেরিত রসূল

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তুমি একক, তোমার কোনো দ্বিতীয় সন্তা নেই।

মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রসূল। ধর্মভীরুদের ইমাম, তিনি জগতসমূহের প্রতিপালকের মহান দৃত।

كَلِمَاتُ الْمَحْمَدِ (কেবিল্যাম মাহমদ)

الله	بِهِدَى	نُورًا	أَنْتَ	إِلَهٌ
আল্লাহ	প্রদর্শন করেন	আলো	তুমি	ব্যক্তিত
الله	رَسُولٌ	مُحَمَّدٌ	يَشَاءُ	مَنْ
আল্লাহ	রসূল (প্রেরিত)	প্রশ়সিত/মুহাম্মাদ(সা:)	ইচ্ছা	যাকে

  

إِمَامُ الْمُرْسَلِينَ	خَاتَمُ النَّبِيِّنَ
নাবী	শেষ
নাবীগণের	ইমাম

অর্থ : হে আল্লাহ ! তুমি ব্যক্তিত কেউ উপাস্য নেই, তুমি জ্যোতির্ময়। তুমি যাকে ইচ্ছা আপন জ্যোতি: প্রদর্শন কর। মুহাম্মাদ (সা:) প্রেরিত নাবীগণের ইমাম এবং শেষ নাবী।

إِيمَانٌ مُجِيلٌ (ঈমানি মুজমাল) (অর্থঃ সংক্ষিপ্ত ঈমান)

أَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِإِسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ
তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর নামের সাথে তিনি যেমন আল্লাহ উপর আমি ঈমান আনলাম
وَ قِبْلُتُ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَ أَرْكَانِهِ
তাঁর বিধি-বিধান এবং তাঁর আদেশ যাবতীয় মেনে নিলাম এবং

অর্থ: আমি আল্লাহ তাঁ'রালার প্রতি তাঁ'র সমুদয় নামের সাথে ও তাঁ'র যাবতীয় গুণাবলীর সাথে ঈমান আনলাম। আর তাঁ'র যাবতীয় আদেশ ও বিধি-বিধান মেনে নিলাম।

ইমান মুফাচ্ছল (অর্থ: বিস্তারিত বিশ্বাস)

أَمْنُتْ بِاللّٰهِ وَ مَلَكَتِهِ وَ كُتِبَهُ

এবং তাঁর কিতাব সমূহের (উপর) এবং তাঁর ফেরেশতাগণের (উপর) এবং আল্লাহর উপর আমি ঈমান আনলাম

رَسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ

জ্ঞান মন্দ (উপর) এবং তার ভাল তাকদীর এবং কিয়ামাতের দিনের (উপর) এবং তাঁর (উপর)

مَنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ

মাউতের (মৃত্যুর) পরে পুনরুদ্ধারের (উপর) এবং সর্বোচ্চ আল্লাহ হতে

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর এবং তাঁর ফেরেশতাদের উপর এবং তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর এবং কিয়ামাতের দিনের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ (কর্মফল) সর্বোচ্চ আল্লাহর পক্ষ থেকে (হয়) তাঁর উপর এবং মৃত্যুর পরে পুনরুদ্ধারের উপর।

### কয়েকটি ঈমানী দায়িত্ব

- ১) আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা:) এর সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে বন্ধুত্ব কিংবা শক্রতা পোষণ করা। -মাজমাউয যাওয়াইদঃ ১/৪৮৫
- ২) রসূল (সা:) এর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং তাঁর সুন্নতকে ভালবাসা বা সেগুলোর অনুসরণ করা। -সূরা আলে ইমরানঃ ১৩২
- ৩) পাক-পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। -তিরমিজী -২/১০৭
- ৪) ব্যবসা-বাণিজ্য সততা বজায় রাখা। -তিরমিজী -১/২৩০
- ৫) পিতা-মাতার খিদমত করা। -সূরা নিসাঃ ৩৬
- ৬) সৎ কাজে পরম্পর সহযোগিতা করা। -সূরা মায়দাঃ ২



# আয়ান, ইকামত ও জাওয়াব

## জাওয়াব

## আয়ান

<b>الله أكبير</b> সবচেয়ে বড় আল্লাহ	চার বার	<b>الله أكبير</b> সবচেয়ে বড় আল্লাহ
<b>أشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ</b> আল্লাহ ব্যক্তিত উপাসা নেই যে আমি সাক্ষ দিচ্ছি	দুই বার	<b>أشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ</b> আল্লাহ ব্যক্তিত উপাসা নেই যে আমি সাক্ষ দিচ্ছি
<b>أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ</b> আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) যে আমি সাক্ষ দিচ্ছি	দুই বার	<b>أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ</b> আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) যে আমি সাক্ষ দিচ্ছি
<b>لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ</b> আল্লাহর অন্ধের ব্যক্তিত কোনো শক্তি নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই	দুই বার	<b>حَمْدٌ عَلَى الصَّلْوةِ</b> নামাজের দিকে (উপরে) আসুন
<b>لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ</b> আল্লাহর অন্ধের ব্যক্তিত কোনো শক্তি নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই	দুই বার	<b>حَمْدٌ عَلَى الْفَلَاحِ</b> কল্যাণের দিকে (উপরে) আসুন
<b>صَدَقَتْ وَ بَرَزَتْ</b> আপনি নেক কাজ করছেন এবং আপনি সত্য বলছেন	হাতে উভয় দুই বার	<b>الصَّلْوةُ خَيْرٌ مِّنَ النُّورِ</b> ঘূম হতে উভয় নামাজ
<b>أَقَامَهَا اللَّهُ وَ أَدَمَهَا</b> উহা ছায়ী করেছেন এবং আল্লাহ উহা দাঁড় করিয়েছেন	হাতে স্থান দুই বার	<b>قُدْ قَامَتِ الصَّلْوةُ</b> নামাজ দাঁড়িয়েছে এ ঘূর্ণনিষ্ঠাই
<b>الله أكبير</b> সবচেয়ে বড় আল্লাহ	দুই বার	<b>الله أكبير</b> সবচেয়ে বড় আল্লাহ
<b>لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ</b> আল্লাহ ব্যক্তিত উপাসা নেই	এক বার	<b>لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ</b> আল্লাহ ব্যক্তিত উপাসা নেই

- অর্থ : ১. আল্লাহ অতি মহান। (আল্লাহ অতি বড়)। ২. আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাসা নেই। ৩. আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, হ্যরত মুহাম্মাদ (সা), আল্লাহর রসূল। ৪. নামাজের (সলাতের) দিকে আসুন। (জাওয়াব) নেই কোনো অশ্যুষ্টল, নেই কোনো শক্তি, আল্লাহ ছাড়া। ৫. কল্যাণের দিকে আসুন (জাওয়াব) নেই কোন ক্ষমতা নেই কোনো শক্তি, আল্লাহ ছাড়া। ৬. ঘূম হতে নামাজ উভয়। (জাওয়াব) আপনি সত্য বলেছেন এবং আপনি নেক কাজ করেছেন। ৭. এ মূর্ছন্তে নামাজ (সলাত) দাঁড়িয়েছে। (জাওয়াব) আল্লাহ উহা দাঁড় করিয়েছেন এবং উহা স্থায়ী করেছেন। ৮. আল্লাহ অতি মহান। (আল্লাহ অতি বড়)। ৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

لَا يُرِدُ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

“আয়ান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে  
দুঃখ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।” (অবু নাউফ, তিরহিমি)



## আখনের দুয়া

**اللَّهُمَّ رَبَّ هُنْدِهِ الدَّعَوَةِ التَّامَّةِ**

পরিপূর্ণ

আহ্বান

এই

(আপনই)  
মালিক

হে আল্লাহ

**وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ**

অনুগ্রহ (মাধ্যম)

মুহাম্মাদ (সাঃ) কে

দান

প্রতিষ্ঠিত

নামাজ

এবং

**وَ الْفَضِيلَةِ مَحْمُودًا مَقَامًا أَبْعَثْتُهُ مَحْمُودًا**

প্রশংসিত

সর্ব উচ্চ স্থানে

তাঁকে পৌছে দিন

এবং

মর্যাদা

এবং

**الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ**

ওয়াদা

খেলাপ করেন

না

আপনি নিশ্চয়ই

তাঁকে ওয়াদা দিয়েছেন

যার

অর্থ : হে মহান আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাজের (সলাত এর) আপনই মালিক। হ্যারত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অনুগ্রহ করুন এবং তাঁকে দান করুন, পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন সর্ব উচ্চ প্রশংসিত স্থানে, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

নামাজের শুরুতে তাকবীর তাহ্রিমা (অর্থ: নিষিদ্ধ বা হারাম)

অর্থ : আল্লাহ অতি মহান (আল্লাহ অতি বড়)।

**حَنَّا (অর্থ: প্রশংসা)**

**اللَّهُ أَكْبَرُ**

সবচেয়ে বড় আল্লাহ

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحُسْنِي وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى**

সর্বোচ্চ এবং আপনার নাম বরকতময়/ পরিত্রাতা  
প্রাচ্যময় এবং আপনার প্রশংসা সাথে এবং হে আল্লাহ আপনার আমরা ঘোষণা করছি

**جَدْكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**

আপনি ব্যক্তিত উপাস্য নেই কোনো এবং আপনার মহিমা

অর্থ : হে আল্লাহ আপনার প্রশংসা এবং সেই সাথে পরিত্রাতা, ঘোষণা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মহিমা (মহানুভবতা) সর্বোচ্চ, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (অর্থ: সূচনা)

**أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.**

বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.**

পরম করণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অর্থ : পরম করণাময় অসীম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু করছি।

**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ**

অসীম দয়ালু জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে প্রশংসা যাবতীয়

**الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ**

আমরা ইবাদাত করি আপনারই বিচার দিবসের মালিক পরম করণাময়।

**وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ**

পথ আমাদেরকে আপনি দেখান আমরা সাহায্য চাই আপনারই কাছে এবং

**الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**

তাদের (পথের) উপর আপনি নিয়ামত দান করেছেন যাদেরকে (ঐসব লোকের) পথ সরল/সঠিক

**غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ ۝**

পথ ভষ্টদের না এবং যাদের উপর শান্তি প্রাপ্ত বাঁচাই/ঘৃঙ্খল

অর্থ : ১) যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। ২) যিনি পরম করণাময়, অসীম দয়ালু। ৩) বিচার দিনের মালিক। ৪) আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই। ৫) আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখান। ৬) ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। ৭) ঐসব লোকের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: হাতী)

**أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ يَا صَاحِبَ الْفَيْلِ** ٦  
হাতী ওয়ালাদের সাথে আপনার রব করেছেন কেমন (আপনি) নাই কি?

**أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَّ أَرْسَلَ**  
পাঠিয়েছেন এবং নিষ্কলবিষ্ণুত মধ্যে তাদের চক্রান্ত তিনি করেছেন নাই কি?

**عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ** ٧ **تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ**  
পাথর সমূহ কে তাদের উপর নিক্ষেপ করে বাঁকে বাঁকে পাখি তাদের উপর

**مِنْ سِجِيلٍ** ٨ **فَجَعَلَهُمْ كَعْصِفَ مَأْكُولٍ**  
ভক্ষণ করা চিবানো ঘাস যেমন তাদের কর দেন অতঃপর কংকরের স্থান হতে

অর্থ ৪) ১) আপনি কি দেখেন নি! আপনার রব, হাতী ওয়ালাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? ২) তিনি কি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ (অষ্ট) করে দেন নি? ৩) তাদের উপর বাঁকে বাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন ৪) যারা তাদের উপর সিজিল (নামক স্থান) হতে পাথরের কংকর নিষ্কেপ করেছিল ৫) অতঃপর তাদেরকে চিবানো ঘাসের মত করে দিয়েছিলেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: কুরআনিশগণ)

**لَا يُلْفِ قُرَيْشٍ** ٩ **الْفَهْمُ رِحْلَةُ الشَّتَاءِ**

শীতের	সফরে	তাদের	অভ্যন্ত হওয়া	কুরআনিশগণ	অভ্যন্ত হয়েছে যেহেতু
কাবা	ঘরের	এই	প্রতিপালকের	তাদের ইবাদাত করা উচিত	সুতরাং

**وَ الصَّيْفِ** ١٠ **فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ**

ভয়	হতে	তাদের	নিরাপত্তা	এবং	ক্ষুধা	হতে	তাদের আহার দিয়েছেন	যিনি

**الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ لَا وَ أَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ** ১১

অর্থ ৪) ১) যেহেতু কুরআনিশগণ অভ্যন্ত হয়েছে ২) অর্থাৎ শীত ও শ্রীমতকালে বিদেশ যাত্রায় অভ্যন্ত ৩) কাজেই তাদের উচিত এই ঘরের (কাবার) প্রতিপালকের ইবাদাত করা ৪) যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেছেন ৫) এবং ভয় ভীতি থেকে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: প্রয়োজনীয় জিনিস) .

٦	<b>أَرْعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالرِّبِّينَ</b>	আপনি দেখেছেন কি? (তাকে) যে আপনি দেখেছেন মিথ্যা সাব্যস্ত করে
٧	<b>فَذِلَّكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى عِلْمٍ لِّلْمُصَدِّقِينَ</b>	ঐ সে (লোক) অতঃপর যে এবং ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় না উৎসাহিত করে না এবং ধর্ম অতএব খাদ্যদানের ব্যাপারে দরিদ্রদেরকে
٨	<b>عَلَى ظَاهِرِ الْمُسْكِينَ فَوْلَى لِلْمُصَدِّقِينَ</b>	(ঐসব) নামাজীদের জন্যে ধর্ম অতএব খাদ্যদানের ব্যাপারে
٩	<b>الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ</b>	যারা (বৈষ্ট্য হল) তাদের নামাজ হতে তাদের যারা উদাসীন তাদের নামাজ
١٠	<b>الَّذِينَ هُمْ يُرَأَءُونَ وَيَنْعُونَ الْمَاعُونَ</b>	তারা যাদের (বৈষ্ট্য হল) লোক দেখানোর কাজ করে এবং সাধারণ প্রয়োজনের জিনিসের নিষেধ করে থাকে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: নহর) .

١	<b>إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ</b>	আমি নিশ্চয়ই আপনাকে দিয়েছি আপনাকে কাওসার কাওসার পুরুষ অতঃপর আপনি নামাজ পড়ুন
٢	<b>وَانْحِرْ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَهُ</b>	কুরবানী দিন এবং শিকড়-কাটা/নির্মূল সেই আপনার শক্র নিশ্চয়ই

অর্থ : ১) (হে নাবী) আমি আপনাকে ‘কাওসার’ দান করেছি। ২) অতএব, আপনি আপনার রবের জন্যে নামাজ (সলাত) পড়ুন এবং কুরবানী করুন। ৩) নিশ্চয়ই আপনার শক্রই, শিকড়-কাটা নির্মূল।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: কাফিররা)।

قُلْ يَا يَهُوَ الْكُفَّارُ لَاۤ أَعْبُدُ مَاۤ تَعْبُدُونَ ۝

তোমরা ইবাদাত কর যার আমি ইবাদাত করি না কাফিররা হে বলুন

وَ لَاۤ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ۝ وَ لَاۤ أَنَا عَابِدٌ

ইবাদাতকরী আমি না এবং আমি ইবাদাত করি যার ইবাদাতকরী তোমরা না এবং

مَاۤ عَبَدْتُ تُمْ ۝ وَ لَاۤ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ۝

আমি ইবাদাত করি যার ইবাদাতকরী তোমরা না আর তোমরা ইবাদাত কর যা

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِي دِيْنِي ۝

ধর্ম (দৈন) আমার জন্যে এবং তোমাদের ধর্ম (দৈন) তোমাদের জন্যে

**অর্থ ৪.১)** (হে নারী) বলুন, হে কাফিররা ১) আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর । ২) আমি তার ইবাদাত কর না, যার ইবাদাত আমি করি । ৩) আমি ইবাদাত কারী নই, তোমরা যার ইবাদাত কর । ৪) তোমরা ইবাদাত কর না, যার ইবাদাত আমি করি । ৫) তোমাদের ধর্ম, তোমাদের জন্যে, আমার ধর্ম আমার জন্যে ।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: সাহায্য)।

إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ ۝ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ

মানুষদেরকে আপনি দেখবেন এবং বিজয় (ভবন হ্য) এবং আল্লাহর সাহায্য আসবে যখন

يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

প্রশংসার সাথে অধুনি আসবাই অঙ্গুর দলে দলে আল্লাহর ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করবে

رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ۝

তাওয়া গ্রহণকারী হলেন তিনি নিচ্ছই তাঁ(নিকট) ক্ষমা চান এবং আপনার রবের

**অর্থ ৪.১)** যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, (এবং) তখন বিজয় লাভ হবে । ২) আর আপনি দেখতে পাবেন, দলে দলে মানুষ আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করছে । ৩) তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করবেন, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন । নিঃসন্দেহে তিনি তাওয়া গ্রহণকারী ।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: জলন্ত অঙ্গার) .

# تَبَّعْ يَدًا مَا أَغْنَىٰ وَ تَبَّ مَا لَهُبَ

১  
কাজে আসলো না      সেও ধ্বংস হলো এবং      আবু লাহাবের      দুই হাত ধ্বংস হলো

# عَنْهُ مَا لَهُ وَ مَا كَسَبَ سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ

২  
য়োলা/যুক্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে অচিরেই      সে অর্জন করেছিল যা এবং তার ধনসম্পদ তার থেকে

# لَهُبٌ وَ امْرَأَتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ

৩  
জ্বালানী কাঠ      বহনকারিনী      তার      স্ত্রী      এবং      শিখ

# فِي جَبْلٍ هَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ

৪  
থেজুর গাছের আঁশ      হতে      রশি      তার      গলার মধ্যে

অর্থ ৪ ১) ধ্বংস হোক আবি লাহাবের দুটি হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক । ২) সে যে সব ধন-সম্পদ অর্জন করেছে, তা তার কোন কাজে আসবে না । ৩) অচিরেই শিখ যুক্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে । ৪) এবং তার স্ত্রীও জ্বালানী কাঠ বহনকারিনী (কুটনীরুটি) । ৫) তার গলায় শুক্র পাকানো রশি বীর্ধা থাকবে ।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অর্থ: একত্ব) .

# قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ

৫  
তিনি জন্ম দেন কখনও না      (কাজে) মুখাপেক্ষী ন্যা আল্লাহ      এক      আল্লাহ      তিনিই (ব্রহ্ম) ক্রু

# وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

৬  
(এক) কেহই      সমান তারই জন্মে হয়      কখনও না এবং      তিনি জন্ম দেন কখনও না এবং

অর্থ ৪ ১) (হে নবী) আপনি বলুন তিনি আল্লাহ এক । ২) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন । ৩) কখনও তিনি জন্ম দেন নি এবং তিনি কখনও জন্ম নেন নি । ৪) এবং কখনও কেহই তাঁর সমকক্ষ নয় ।

সূরা ইখলাস এর ফর্মিলতঃ

হ্যরত আবু হোরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রসূল (সা.) বললেন, তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও । আমি তোমাদেরকে কুরআনের তিনভাগের একভাগ শুনাবো । অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল তারা একত্রিত হয়ে গেল, তখন রসূল (সা.) আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে শুনালেন । তিনি আরও বললেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান । (মুসলিম ও তিরমিজী)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ଅର୍ଥ: ପ୍ରଭତ କାଳ)।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ୧٦٣ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ୧

ତିନି ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଯା କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହତେ/ଥିଲେ ଅଭାବରେ ପ୍ରତିଗାଲକ କାହେ ଆମି ଆଶ୍ରୟ (ହେ ବସନ୍ତ ବଲୁନ୍)

وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ୧٦٤ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَثَةِ  
ଝୁକ୍କରିବୀ ନାରୀଦେର ଅନିଷ୍ଟ ହତେ ଏବଂ ଆଚନ୍ନ ହେ/  
ସମାଗମ ହେ ସଥନ ଅନ୍ଧକାରକାରୀ ଅନିଷ୍ଟ ହତେ ଏବଂ

فِي الْعُقَدِ ୧٦٥ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  
ସେ ହିଂସା କରେ ସଥନ ହିଂସୁକେନ ଅନିଷ୍ଟ ହତେ ଏବଂ ଗିରା ସମୁହେର ମଧ୍ୟେ

ଅର୍ଥ : ୧) (ହେ ନାରୀ) ଆପଣି ବଲୁନ, ଆମି ସକାଳ ବେଳାର ଦ୍ରଷ୍ଟାର କାହେ ଆଶ୍ରୟ ଘରଣ —  
କରଛି । ୨) ତିନି ଯା ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ତାର ଅନିଷ୍ଟ ହତେ । ୩) ଅନ୍ଧକାର ରାତରି ଅନିଷ୍ଟ ହତେ,  
ସଥନ ତା ଆଚନ୍ନ କରେ । ୪) ଏବଂ ଗିରାଯାଇ ଫୁଁକ ଦନ୍ତକାରିଣୀ ନାରୀଦେର ଅନିଷ୍ଟ ହତେ ।  
୫) ଏବଂ ହିଂସୁକେନ ଅନିଷ୍ଟ ହତେ, ସଥନ ସେ ହିଂସା କରେ ।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ଅର୍ଥ: ମାନୁଷ)।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ୧٦٦ مَلِكِ النَّاسِ  
ମାନୁଷେର ମାଲିକେର (କାହେ) ମାନୁଷେର ପାଲନ କର୍ତ୍ତାର କାହେ ଆମି ଆଶ୍ରୟ (ହେ ବସନ୍ତ  
ବଲୁନ୍)

إِلَهُ النَّاسِ ୧٦٧ مِنْ شَرِّ الْوَسَاسِ الْخَنَاسِ  
ଆତ୍ମାଗୋପନକାରୀ (ଶ୍ୟାତନ) କୁମତ୍ରଣା ଅନିଷ୍ଟ ହତେ ମାନୁଷେର ଉପାସେର  
(କାହେ)

الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ୧٦٨ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ  
ମାନୁଷ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମାନୁଷେର ଅନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ କୁମତ୍ରଣା ଦେଇ ଯେ

ଅର୍ଥ : ୧) (ହେ ନାରୀ) ଆପଣି ବଲୁନ, ଆମି ମାନୁଷେର ପାଲନ କର୍ତ୍ତାର କାହେ, ଆଶ୍ରୟ ଘରଣ କରଛି  
୨) ମାନୁଷେର ମାଲିକେର ନିକଟ ୩) ମାନୁଷେର ଉପାସେର ନିକଟ ୪) ଆତ୍ମାଗୋପନକାରୀ  
ଶ୍ୟାତନରେ କୁମତ୍ରଣା ହତେ ୫) ଯେ ମାନୁଷେର ଅନ୍ତରେ କୁମତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ ୬) ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାନୁଷ  
ଜୀବିତର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।



## রংকু সিজদার তাস্বীহ

**سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.**  
সুমহান  
আমার প্রভুর  
পবিত্রতা ঘোষণা করছি

রংকুতে বিলম্ব করা ওয়াজিব,  
তাস্বীহ পাঠ করা সুন্নাত,  
৩/৫/৭বার পঢ়া যাবে।

অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

**سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.**  
তাঁর প্রশংসা  
করেন যিনি (জন্মে) আল্লাহ শুনেন

রংকু থেকে দাঁড়াবার সময়  
এ তাস্বীহ পাঠ করা সুন্নাত,  
সোজা হয়ে খাড়া হওয়া  
ও বিলম্ব করা ওয়াজিব।

অর্থ : আল্লাহ শুনেন, যিনি তাঁর প্রশংসা করেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পঢ়ার তাহিদ

**رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ هُنَّا مُبَارَكًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ ۝**  
এর মধ্যে বরকতময় পবিত্রতা অত্যন্ত প্রশংসা প্রশংসা সমস্ত আপনার জন্মে হে আমাদের হাগোরত

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্মে। অধিক প্রশংসা পবিত্রতা বরকত (এই নামের) এর মধ্যে রয়েছে।

### সিজদার তাস্বীহ

**سُبْحَانَ رَبِّيِ الْأَعْلَى.**  
সর্ব উচ্চ  
আমার পালন কর্ত্তা  
পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সিজদাহ করা ফরজ,  
সিজদাতে বিলম্ব করা ওয়াজিব,  
এ তাস্বীহ ৩/৫/৭ বার পঢ়া সুন্নাত।

অর্থ : আমাদের সর্ব উচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা ও বিলম্ব করা ওয়াজিব এবং এ তাস্বীহ পড়া সুন্নাত  
**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ اهْدِنِي**  
আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে মাফ করুন হে আল্লাহ

**وَ ارْزُقْنِي وَ عَافِنِي ۝**  
আমাকে সুস্থিতা দান করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন এবং

অর্থ : হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিজিক দান করুন, আমাকে সুস্থিতা দান করুন।



## তাশাহদ (অর্থ: সাক্ষ্যদান)

নামাজের মধ্য বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশাহদ গড়া ওয়াজিব।

**الْتَّحِيَاتُ** ﴿١﴾

পবিত্রতা সমন্বয় এবং ইবাদাত সমন্বয় এবং আল্লাহর জন্য তাজীম সমন্বয়

**السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** ﴿٢﴾

তার বরকত এবং আল্লাহর রহমাত এবং নবী হে আপনার উপর শান্তি সমন্বয়

**السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ** ﴿٣﴾

নেককার/সৎ আল্লাহর বান্দার উপর এবং আমাদের উপর শান্তি সমন্বয়

**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ**

যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আরো আল্লাহ ব্যক্তিত কোনো উপাস্য নেই যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

**مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** ﴿٤﴾

তাঁর রসূল এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (সাঃ)

অর্থ : ১। সমন্বয় তাজীম, সমন্বয় পবিত্রতা এবং সমন্বয় ইবাদাত আল্লাহর জন্যে ২। হে নবী সমন্বয় শান্তি রহমাত ও বরকত আপনার উপর বর্ধিত হোক ৩। শান্তি বর্ধিত হোক আমাদের উপর এবং সমন্বয় নেককার বান্দাদের উপর ৪। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

### নামাজের বৈঠকের সুন্নাহ

- (১) ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসা এবং আংগুল কিবলার দিকে রাখা।
- (২) দুই হাত রানের উপরে রাখা।
- (৩) তাশাহদের ভেতরে **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** বলার সময় শাহাদাত আঙুল ওঠানো এবং **لَا إِلَهَ إِلَّا** শুরুতে নামানো।



(দুর্দে ইবাহীম (নাবী ও নাবীর পরিবারের উপর দুঃখ))

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِي مُحَمَّدٍ**

মুহাম্মাদ (সা:) এর পরিবারবর্গের উপর এবং মুহাম্মাদ (সা:) এর উপর শান্তি করলে হে আল্লাহ

**كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى أَلِي إِبْرَاهِيمَ**

ইবাহীম (আঃ) এর পরিবারবর্গের উপর এবং ইবাহীম (আঃ) এর উপর বর্ষণ করেছেন যেমন

**إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ**

মুহাম্মাদ (সা:) এর উপর বরকত দান করন হে আল্লাহ সম্মানিত প্রশংসিত আপনি নিশ্চয়

**وَ عَلَى أَلِي مُحَمَّدٍ ۝ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ**

ইবাহীম (আঃ) এর উপর আপনি বরকত দান করেছেন যেমন মুহাম্মাদ (সা:) এর পরিবারবর্গের উপর এবং

**وَ عَلَى أَلِي إِبْرَاهِيمَ ۝ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ**

সম্মানিত প্রশংসিত আপনি নিশ্চয় ইবাহীম (আঃ) এর পরিবারবর্গের উপর এবং

অর্থঃ ১। হে আল্লাহ আপনি শান্তি বর্ষণ করলে মুহাম্মাদ (সা:) এর উপর এবং তার পরিবারবর্গের উপর, যেমনিভাবে আপনি শান্তি বর্ষণ করেছেন, ইবাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর ২। নিশ্চয়ই আপনি সম্মানিত প্রশংসিত ৩। হে আল্লাহ আপনি বরকত দান করলে মুহাম্মাদ (সা:) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমনিভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইবাহীম (আঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর ৪। নিশ্চয়ই আপনি সম্মানিত প্রশংসিত।

(দুঃখ মাসূরা (অর্থ: হাদীসের নিয়ম অনুসারে))



**اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۝ لَذُلِّيَا ۝ كَثِيرًا ۝ وَ لَا يَغْفِرُ**

মাফ করবে না এবং অত্যধিক জলুম আমার নিজের উপর জলুম করেছি আমি নিশ্চয় হে আল্লাহ

**الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ**

আপনার নিকট হতে পরিশূল্প করা আমাকে মাফ করুন অতঃপর আপনাই বাতীত গুনাহ সমূহ

**وَ ارْحَمْنِي ۝ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝**

অত্যন্ত মেহেরবান শক্তাশীল আপনাই আপনি নিশ্চয় আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং





অর্থ: ১। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব আপনাই আপনার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন পরিপূর্ণ ক্ষমা। আমাকে দয়া করুন। ২। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। **দু'য়া কুনুৎ (অর্থ: বিনয়ী হওয়া)**

**اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ**

আপনার উপর	আমরা	আপনার	আমরা	আপনার	আমরা	আপনার	আমরা
ঈমান এনেছি	এবং	কাছে	ক্ষমা চাই	এবং	কাছে	সাহায্য চাই	আমরা নিশ্চিহ্ন হে

**وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشْتَرِيكُ الْخَيْرَ ① وَنَشْكُرُكَ**

আমরা বৃত্তজ্ঞ	আমরা ভূত্ম	আমরা উভয়	আমরা উভয়	আমরা উভয়	আমরা ভরসা করি	আমরা ভরসা করি
জ্ঞান করি	এবং	উভয়	ঝুঁঝসা করেছি	এবং	আপনার উপর	এবং

**وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ②**

আপনার	নাফরমানী	যারা	আমরা ত্যাগ করব	আমরা	(সাথে)	আপনার	না এবং
করে	এবং	আমরা	এবং	সম্পর্ক কর্তৃ করি	এবং	কুফরী করি	

**اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنُسْجُدُ**

আমরা	সিজদা করি	আমরা	নামাজ	আমরা	ইবাদাত করি	আপনারই	হে আল্লাহ
সিজদা করি	এবং	আমরা নামাজ	আদায় করি	আপনার জন্যে	এবং	আপনারই	

**وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ**

আপনার	রহমাতের	আমরা আশা করি	আমরা	দ্রুত আসি	আমরা	ছুটে আসি	আপনার দিকে	এবং
			এবং	আমরা দ্রুত আসি	এবং	আপনার দিকে		

**وَنَخْشِي عَذَابَكَ ③ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ ④**

নির্ধারিত	(গুরু)	কাফিরদের	উপর	আপনার আযাব	নিশ্চয়	আপনার আযাব	আমরা ভয় করি	এবং

অর্থ: ১। হে আল্লাহ নিশ্চয় আমরা, আপনার কাছে সাহায্য চাই এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার উপর ভরসা করি, আর আমরা আপনার উভয় প্রশংসা করি ২। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, আপনার সাথে কুফরী করি না, (তাদের সাথে) সম্পর্ক রাখব না আমরা ত্যাগ করব, যারা আপনার নাফরমানী করে ৩। হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদাত করি, আপনার জন্যে নামাজ আদায় করি, আর আপনাকে সিজদা করি এবং আপনার দিকে দ্রুত ছুটে আসি ও আপনার দয়ার আশা করি এবং আপনার আযাবকে আমরা ভয় করি ৪। যদিও আপনার আযাব শুধু মাত্র কাফিরদের জন্যে নির্ধারিত।



## সালাম (অর্থ: শান্তি)

۰ ﷺ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَةٌ  
আল্লাহর রহমাত এবং আগন্তুর উপর শান্তি সমষ্টি

অর্থ : আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

## তাওবা (অর্থ: ফিরে আসা)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوبُ إِلَيْهِ  
তার কাছে আমি ফিরে আসছি এবং গুণাহ সমষ্টি হতে আমার রব আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি

لَا حُوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ  
মহান মর্যাদাবান আল্লাহর অভ্যর্থনা ব্যতীত শক্তি নেই এবং কোন ক্ষমতা নেই

অর্থ : ১। আমার রব আল্লাহর নিকট আমি ক্ষমা চাইছি সমষ্টি গুণাহ হতে এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি (ফিরে আসছি)। ২। অতি মহান মর্যাদাবান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই, কোন আশ্রয় এর জায়গা নেই।

## মুনাজাত (অর্থ: প্রার্থনা)

رَبَّنَا اتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
মঙ্গল আখিরাতের মধ্যে এবং মঙ্গল দুনিয়ার মধ্যে আমাদেরকে দুর করে হে আমাদের রব

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
যেমন তাদেরকে (পিতা-মাতাকে) আগনি রহম করেন হে আমাদের রব জাহানামের আবাব (থেকে) আমাদেরকে বাঁচান

رَبَّيَا فِي صَغِيرًا ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِيمِ ۝  
অসীম দয়ালু করণাময় হে আপনার রহমাতের সাথে ছেট বেলায় আমাকে লালন পালন করেছিলেন

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করান এবং আমাদেরকে জাহানামের আগন থেকে বাঁচান। হে আমাদের রব, রহম করান আমাদের পিতা মাতাদের উপর, যেমন করে তারা আমাদেরকে ছেট বেলায় লালন পালন করেছিলেন। আপনার রহমাতের সাথে হে করণাময় অসীম দয়ালু।



# প্রশ্ন উত্তর

ক্র:	প্রশ্ন:	উত্তর	ক্র:	প্রশ্ন:	উত্তর
১	দাঢ়িয়ে নামাজ পড়া কি?	ফরজ	২৪	দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা কি?	ওয়াজিব
২	নামাজের উর্দ্বতে আঞ্চাহ আকবার বলা কি?	ফরজ	২৫	দুই সিজদার মাঝে তাসবীহ পড়া কি?	সুন্নাত
৩	দু'হাত উঠানো কি?	সুন্নাত	২৬	চারতিন রাকাত নামাজের মধ্য বৈঠক করা কি?	ওয়াজিব
৪	দু'হাত বাঁধা কি?	সুন্নাত	২৭	মধ্য বৈঠকে তাশাহদ পড়া কি?	ওয়াজিব
৫	সানা পড়া কি?	সুন্নাত	২৮	শেষ বৈঠক করা কি?	ফরজ
৬	আ'উয়ু বিল্লাহ পড়া কি?	সুন্নাত	২৯	শেষ বৈঠকে তাশাহদ পড়া কি?	ওয়াজিব
৭	বিস্মিল্লাহ পড়া কি?	সুন্নাত	৩০	দুর্গনে ইব্রাহীম পড়া কি?	সুন্নাত
৮	সূরা ফাতিহা পড়া কি?	ওয়াজিব	৩১	দু'য়া মাজুরা পড়া কি?	সুন্নাত
৯	সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা কি?	সুন্নাত	৩২	সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করা কি?	ওয়াজিব
১০	তিলাওয়াতের জন্য বিস্মিল্লাহ পড়া কি?	সুন্নাত	৩৩	নামাযের বাহিরে কয়টি ফরজ?	৭টি
১১	কুরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করা কি?	ওয়াজিব	৩৪	নামাযের ভিতরে কয়টি ফরজ?	৬টি
১২	তিলাওয়াতের দু'টি অংশ মিলে	ফরজ	৩৫	নামাযের ওয়াজিব কয়টি?	১৪টি
১৩	রক্তুতে শাওয়ার সময় আঞ্চাহ আকবার বলা কি?	সুন্নাত	৩৬	নামাযের সুন্নাতে মুয়াকাদা কয়টি?	১২টি
১৪	রক্তু করা কি?	ফরজ	৩৭	আযান অর্থ কি?	আহবান করা
১৫	রক্তুতে দেরি করা কি?	ওয়াজিব	৩৮	আযানের জাওয়াব দেয়া কি?	ওয়াজিব
১৬	রক্তুতে তাসবীহ পড়া কি?	সুন্নাত	৩৯	আযান শেষে দুর্গন পড়া কি?	সুন্নাত
১৭	রক্তু হতে উঠার সময় (সামি'আঞ্চাহ) বলা কি?	সুন্নাত	৪০	আযান শেষে দু'য়া করা কি?	সুন্নাত
১৮	খাড়া হয়ে দেরি করা কি?	ওয়াজিব	৪১	ইকুমাত অর্থ কি?	কার্যমক্রণ
১৯	তাসবীহ পড়া কি?।	সুন্নাত	৪২	আবান এবং ইকুমাতের মাঝে কি কিনিয়ে দেয়া হয় না?	দু'য়া
২০	সিজদার শাওয়ার সময় আঞ্চাহ আকবার বলা কি?	সুন্নাত	৪৩	যিনি মসজিদে খুবাহ দেন ওনাকে কি বলা হয়?	খতীব/আলোচক
২১	দুই সিজদা করা কি?	ফরজ	৪৪	যিনি নামায পড়েন উনাকে কি বলা হয়?	ইমাম
২২	সিজদাতে দেরি করা কি?	ওয়াজিব	৪৫	যিনি নামায পড়েন ওনাকে কি বলা হয়?	মুসাফী
২৩	সিজদাতে তাসবীহ পড়া কি?	সুন্নাত	৪৬	যিনি আযান দেন উনাকে কি বলা হয়?	মুয়াজ্জিন

## জানায়ার দুঁয়া সমূহ

কোন মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যু হলে ঐ মহল্লার কিছু লোকজন উপস্থিত হয়ে আযান, ইকামাত, রকু, সিজাহ, বৈঠক বিহীন এক নামায আদায় করার নাম হলো জানায়া। নির্দিষ্ট নিয়মে চার তাকবিরের সাথে ইমামের পিছনে মুসাল্লিগণ তিন, পাঁচ, বা সাত কাতারে দাঁড়াবে। এ নামায ফরজে কিফায়া, নিয়ত করা ও দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। আদায়ের নিয়ম কোনো দক্ষ উত্ত্বায় এর নিকট থেকে শিখে নিন।

নিয়ত করার পর, দাঁড়িয়ে প্রথম তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে হাত বাধার পর, সানা পড়তে হবে। তার পর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দুরুদে ইবরাহীম পড়তে হবে। অতঃপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নের দুঁয়াটি পড়বে এবং চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরিয়ে শেষ করবে।

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَ مَيِّتَنَا وَ شَاهِدِنَا**

আমাদের মধ্যে উপস্থিতদেরকে এবং আমাদের মধ্যে মৃতদেরকে এবং আমাদের মধ্যে জীবিতদের কে আগমন করুন হে আল্লাহ

**وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثِنَا**

আমাদের মধ্যে বাসিন্দাদেরকে এবং আমাদের মধ্যে পুরুষদেরকে এবং আমাদের মধ্যে মহিলাদেরকে এবং আমাদের মধ্যে ছোটদেরকে এবং আমাদের মধ্যে ছোটদেরকে এবং আমাদের মধ্যে দুর্বিদ্যাদেরকে এবং

**اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ فَأَخْيِهْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ**

যাকে এবং ইসলামের উপর তাকে জীবিত রাখুন অতঃপর আমাদের থেকে তাকে জীবিত রেখেছেন যাকে হে আল্লাহ

**تَوَفَّيْتَهُ مِنَ فَتَوْفَةٍ عَلَى الْإِيمَانِ**

ঈস্মানের উপর তাকে মৃত্যু দান করুন আমাদের থেকে যাকে মৃত্যু দিবেন

অর্থ:- হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে জীবিত মৃত উপস্থিত অনুপস্থিত ছেট বড় পুরুষ মহিলাদেরকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দিবেন তাদেরকে ঈস্মানের সাথে মৃত্যু দান করুন।

**মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় এ দুঁয়া পড়বে**

**অর্থ :** আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর মিল্লাতের (ত্রিরিকার) উপর আমরা তাকে দাফন করছি।

**بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ**

কবরে মাটি দেয়ার সময় এ দু'য়া পড়বে

**مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى**

অর্থ : (মনে রেখ) সেই যথীন বা মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তাতেই আবার তোমাদের কে ফেরত পাঠাবো আর তা থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদের বের করে আনবো।

মূল ব্যক্তির কবরের প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তর	প্রশ্ন
আমার রব আল্লাহ ۝ Rَبِّيَ اللَّهُ	আপনার রব কে? مَنْ رَبَّكَ
আমার ধর্ম ইসলাম । Dِينِ الْإِسْلَامِ	আপনার ধর্ম কি? وَمَا دِينُكَ
আমার নাবী মুহাম্মদ (সা:) Nَبِيُّ مُحَمَّدٌ	আপনার নাবী কে? وَمَنْ نَبِيُّكَ

সায়িদুল ইস্তিগফার

নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে বাজি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সকালে সায়িদুল ইস্তিগফার পাঠ করবে, সে যদি সন্ধ্যা হওয়ার আগে মারা যায় তবে সে জাঙ্গাতে প্রবেশ করবে। আর যে বাজি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সন্ধ্যায় সায়িদুল ইস্তিগফার পড়ে সে যদি সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, তবে জাঙ্গাতে প্রবেশ করবে। -সহীহ বোাদিরি: ৬৩০৬

أَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ。 خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ。 وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ  
 وَوَعْدِكَ مَا مَسْتَطِعُتُ。 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ。 أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ  
 عَلَيَّ。 وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ : হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আপনিই আমার প্রষ্ঠা এবং আমি আপনার দাস। আমি আপনার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের ওপর সাধ্যান্যযী অটল ও অবিচল আছি। আমি আমার কৃতকর্মের সব অনিষ্ট হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর আপনার দানকৃত সব নেয়ামত স্বীকার করছি। আমি আমার সব গুনাহ স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।

## কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দু'য়া

### খণ্ড থেকে মুক্তির দু'য়া

খণ্ড গ্রন্ত ব্যক্তিগণ বেশি বেশি এ দু'য়া পাঠ করুন, আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবাণীতে সকল প্রকার খণ্ড পরিশোধ হয়ে যাবে। ইংশাআল্লাহ

**اللَّهُمَّ أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكِ**

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হালাল দ্বারা পরিতৃষ্ণ করে দিন, আর আপনার হারাম থেকে আমাকে ফিরিয়ে রাখুন এবং আপনার অনুহৃত দ্বারা আপনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন। [তিরমিজী ৫/৫৬০ নং ৩৫,৬৩]

### সকল প্রকার পেরেশানী ও খণ্ড মুক্তির দু'য়া

যে ব্যক্তি সকল বিকাল এই দু'য়া পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তার সব রকমের চিন্তা ভাবনা দূর করবেন। এবং কর্জ আদায়ের পথ করে দিবেন।

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ。 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ。 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ。 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ。 وَقَهْرِ الرِّجَالِ。**

**অর্থ:** হে আল্লাহ! আমি সকল প্রকার দুশ্মনা ও পেরেশানী থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অঙ্গমতা ও অলসতা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, কাপুরূষতা ও কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং খণ্ডের বোৰা ও মানুষের অত্যাচার থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

### তাওবার সর্বোত্তম দু'য়া

**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ**

**অর্থ:** আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঝীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবা করি।

[আবু দাউদ-১৫১৭, তিরমিয়ী-৩৫৭৭, মিশকাত-২৩৫৩]

## যে কোনো বৈঠক থেকে উঠার পূর্বে এ দু'য়া পড়ুন

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে বেছদা কথা বার্তা বলে আর বৈঠক শেষে উঠার পূর্বে এ দু'য়া পাঠ করে, তাহলে তার অনর্থক কথা বলার পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ**

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে ফিরে আসছি। (আবুদাউদ ৪৮৫৯)

## বিপদাপদ হতে রক্ষার দু'য়া

যে ব্যক্তি সকাল বিকাল নিম্নের দু'য়া তিনি বার পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে সব রকমের বিপদ হতে রক্ষা করবেন। (আবু দাউদ ৫০৯০, তিরমিজি ৩০৮৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৭৯)

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যার নামের গুণে কোনো কিছু আসমান কিংবা যমীনে কারো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**

## জান্মাতে প্রবেশের দু'য়া

যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের পর এ দু'য়া ও বার পাঠ করবে রসূল (সাঃ) তার হাত ধরে জান্মাতে প্রবেশ করবেন। আল্লাহ উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবেন।

**رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِيْحَمْدِ نَبِيًّا**

অর্থ : আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে রসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিতে মেনে নিয়েছি।

## বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস

দু'টি কালিমা মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট খুবই প্রিয়, কিন্তু পড়তে খুব সহজ, আর মীঘানের পাল্লায় খুব ভারি।

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**

আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।

## সফরের দুয়া

গাড়ি বা যে কোনো যানবাহনে আরোহণের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়ে আরোহণ করা।  
যানবাহনে বসার পর তিনবার 'আল্লাহ আকবার' পড়ে নিম্নের দুয়াটি পড়ুন।

**سُبْحَانَ اللَّهِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝**

**وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝**

অর্থ: : পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সভার, যিনি এ যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা একে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা সবাই তাঁর দিকে ফিরে যেতে বাধ্য।

ইবনে ওমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন সফরের উদ্দেশ্য উটের পিঠে আরোহণ করতেন তখন বলতেন- (মুসলিম ১৩৪২)

**اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضِيْ . اللَّهُمَّ هُوَ عَلَيْنَا**

**سَفَرَنَا هَذَا وَأَطْوِ عَنَّا بُعْدَةً ۝ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ۝**

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ ۝**

অর্থ: হে আল্লাহ তুমই আমাদের এ সফরের সাথী আর পরিবারের উপর রক্ষক। হে আল্লাহ তোমার নিকট আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট হতে আর সফরের কষ্টদায়ক দৃশ্য হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্টদায়ক দর্শন হতে।

আর যখন রসূলুল্লাহ (সা:) সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন নিম্নের অংশটুকু বেশী করে বলতেন:

**أَئِبُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ۝**

অর্থ: 'আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদত রত অবস্থায় এবং আমাদের রবের প্রশংসা করতে করতে' (মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২১৩)



আয়াতুল কুরসির ফিলিত (সূরা বাকুরাহ ২১৫ সর আয়াত)

হ্যাতে আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন আপনি বিছানায় শুতে যাবেন তখন ‘আয়াতুল কুরসি’ তিলাওয়াত করবেন। তাহলে আপনি সে রাতে এক মৃহুর্তের জন্যও আল্লাহর হিফায়তের বিহীন হবেন না। আর সকাল পর্যন্ত শয়তানও আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। উপরোক্ত সে রাতে যা কিছু হবে, সবই কল্যাণকর হবে।

রসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, সূরা বাকুরার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যে আয়াতটি পুরো কুরআন মাজীদের নেতা স্বরূপ। এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান বের হয়ে যায়। তা হলো ‘আয়াতুল কুরসি’।

আবু উমামা (রা.) বলেন রসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন, যে বাক্তি প্রত্যেক ফরজ নামায়ের পর ‘আয়াতুল কুরসি’ তিলাওয়াত করবে, তাকে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু জান্নাতে যেতে বাধা দেয় না। **সূরা:** তাফসিলে ইবনে কাহির।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ  
 وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ  
 مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ  
 مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

**অর্থ:** আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দু ও নিদ্রা স্পর্শ করবে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাঙ্গ করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।



সূরা বাকুরার শেষ দুই আয়াত এর ফাইলত

- \* রসূল (সা:) বলেছেন, কেউ যদি রাতে এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।
- \* যে ব্যক্তি, এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করল, তার জন্য তাহাজ্জুদ আদায়ের সমান হল।
- \* যে বাড়ীতে তিন রাত পর্যন্ত এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করা হবে, শয়তান সে বাড়ীর নিকটেও যেতে পারবেনো।

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 كُلُّ أَمَنٍ بِاللَّهِ وَمَلِئَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ  
 أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا فَغُفرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ  
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا  
 مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا  
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  
 وَاعْفْ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا  
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রসূল তাঁর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে নায়িলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেত্তাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহকোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরাই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।



হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

### সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফায়লত

বসুলে আকরাম (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে এবং বিকালে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ৭০ হাজার ফিরিস্তা নিযুক্ত করে দিবেন, তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাথেকে সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত কারীর জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত করতে থাকবে এবং যে দিন এ আয়াত তিলাওয়াত করবে সেদিন ঐ ব্যক্তি মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। (তিরিমিথি)

**هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ  
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلِيلُكَ  
الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّسُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ  
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ  
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَوْسَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ○ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

- (১) তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম কর্ণণাময়, দয়ালু।
- (২) তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ক্রিয়ুক্ত, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রাপশালী, অতীব মহিমাপূর্ণ, তারা যা শরীক করে তা হতে পরিব্রত মহান।
- (৩) তিনিই আল্লাহ, স্তুষ্টা, উত্তোলনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রায়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

# প্রশ্ন উত্তর

১	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামায পড়া কি? <b>উত্তর</b> ফরজে কিফায়া
২	<b>প্রশ্ন:</b>	ফরজে কিফায়া কি?
	<b>উত্তর</b>	কোন এলাকার পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক লোকে আদায় করলে যে কাজ সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় তাকেই ফরজে কিফায়া বলে।
৩	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামায কিসের জন্য পড়া হয়?
	<b>উত্তর</b>	মৃত ব্যক্তির রহের মাগফিরাতের জন্য।
৪	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামাযের জন্য কি আযান ও ইকামাত দিতে হয়? <b>উত্তর</b> না। দিতে হয় না।
৫	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামাযে কি ঝরু, সিজদাহ ও বৈঠক করতে হয়? <b>উত্তর</b> না। করতে হয় না।
৬	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামাযে কয় তাকবির দিতে হয়? <b>উত্তর</b> ৪ তাকবির দিতে হয়।
৭	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামাযে কয় কাতারে দাঢ়াতে হয়?
	<b>উত্তর</b>	বিজোড় সংখ্যার কাতারে দাঢ়াতে হয়। যেমন: ৩, ৫, ৭, ৯ এ ভাবে।
৮	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামাযের ফরজ কয়টি? <b>উত্তর</b> দুইটি, নিয়ত করা, দাঁড়িয়ে আদায় করা।
৯	<b>প্রশ্ন:</b>	জানায়ার নামায কি হারাম সময়ে পড়া যায়? <b>উত্তর</b> না। পড়া যায় না।
১০	<b>প্রশ্ন:</b>	মুনকার নাকির ফেরেশতা কবরে এসে কি কি প্রশ্ন করবেন?
	<b>উত্তর</b>	তোমার রব কে, তোমার ধর্ম কি, তোমার নাবী কে।
১১	<b>প্রশ্ন:</b>	কোন সূরা তিলাওয়াত করলে জাল্লাতে যেতে বাধা থাকে না?
	<b>উত্তর</b>	প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করলে।
১২	<b>প্রশ্ন:</b>	কোন সূরা তিলাওয়াত করলে ৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'য়া করে?
	<b>উত্তর</b>	প্রতি দিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করলে।
১৩	<b>প্রশ্ন:</b>	সকাল ও সন্ধিয়া কোন দু'য়া পড়লে জাল্লাতে প্রবেশ করতে পারবে?
	<b>উত্তর</b>	সায়িদ্দুল ইস্তিগফার পড়লে।

## الْمُسَيَّءُ الْحُسْنِي (মহান আল্লাহ ছবহা)-নাই ওয়া তায়ালার পবিত্র ও সুন্দরতম নামসমূহ )

ইমাম বোখারি ও মুসলিম, হহরত আবু হুয়ায়েরা (রা:) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা:) এরশাদ করেছেন, নিচ্যই আল্লাহ তায়ালার নিরানবীক্ষিত নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত করে নেবে, সে জাম্মাতে প্রবেশ করবে। ( বোখারী ২৭৩৬, মুসলিম ২৬৭৭)

<b>الْمَلِكُ</b> সকলের বাদশাহ	<b>الرَّحِيمُ</b> অতীব দয়ালু	<b>الرَّحْمَنُ</b> পরম দয়াময়	<b>اللهُ</b> আল্লাহ তায়ালা
<b>الْمَهَيْمِينُ</b> রক্ষণাবেক্ষক	<b>الْمَوْعِنُ</b> নিরাপদা দানকারী	<b>السَّلَامُ</b> শান্তি দাতা	<b>الْقُدُّوسُ</b> অতীব পবিত্র
<b>الْخَالِقُ</b> সকলের সৃষ্টিকর্তা	<b>الْمُتَكَبِّرُ</b> অহংকারী	<b>الْجَبَارُ</b> মহা প্রাক্রমশালী	<b>الْعَزِيزُ</b> মহা প্রাক্রান্ত
<b>الْقَهَّارُ</b> বড়ই রাগাধিত	<b>الْغَفَّارُ</b> বড়ই ক্ষমাশীল	<b>الْمُصَوِّرُ</b> আকৃতি দানকারী	<b>الْبَارِئُ</b> উদ্ভাবক
<b>الْعَلِيمُ</b> সর্বজ্ঞ	<b>الْفَتَّاحُ</b> বিজয়দানকারী	<b>الرَّزَّاقُ</b> সকলের রিহিকদাতা	<b>الْوَهَابُ</b> মহান দাতা
<b>الرَّافِعُ</b> উত্থকারী	<b>الْخَافِضُ</b> নিচুকারী	<b>الْبَاسِطُ</b> প্রশস্তকারী	<b>الْقَابِضُ</b> সংকীর্ণকারী
<b>الْبَصِيرُ</b> সর্ব দ্রষ্টা	<b>السَّمِيعُ</b> সর্ব শ্রোতা	<b>الْمُذِلُّ</b> হীন কারী	<b>الْمُعِزُّ</b> সম্মান দাতা
<b>الْخَبِيرُ</b> সর্বজ্ঞ	<b>اللَّطِيفُ</b> বড়ই মেহেরবান	<b>الْعَدْلُ</b> ন্যায় বিচারক	<b>الْحَكَمُ</b> শ্রেষ্ঠ মিমাংসাকারী

<b>الْعَظِيمُ</b> মহিমাপূর্ণ	<b>الْغَفُورُ</b> বড়ই ক্ষমাশীল	<b>الشَّكُورُ</b> গুণাধী	<b>الْحَلِيلُ</b> সহনশীল
<b>الْمُقِيتُ</b> শক্তি দাতা	<b>الْحَفِيظُ</b> রক্ষাকর্তা	<b>الْكَبِيرُ</b> সকলের অপেক্ষা বড়	<b>الْعَلِيُّ</b> সমুদ্রত
<b>الرَّقِيبُ</b> অতীব নিকটবর্তী	<b>الْكَرِيمُ</b> অতীব করুণাময়	<b>الْجَلِيلُ</b> অতীব বড়	<b>الْحَسِيبُ</b> হিসাব গ্রহণকারী
<b>الْوَدُودُ</b> দয়াদুর্দ, দয়ালু	<b>الْحَكِيمُ</b> প্রজ্ঞাময়	<b>الْوَاسِعُ</b> প্রশস্তা দানকারী	<b>الْمُجِيدُ</b> দুর্যোগ গ্রহণকারী
<b>الْحَقُّ</b> চির সত্য	<b>الْشَّهِيدُ</b> শ্রেষ্ঠ সাক্ষী	<b>الْبَاعِثُ</b> প্রেরণকারী	<b>الْمُجِيدُ</b> গৌরবময়
<b>الْوَلِيُّ</b> অভিভাবক	<b>الْمُتَّيْنُ</b> অটল	<b>الْقَوِيُّ</b> অতীব শক্তিশালী	<b>الْوَكِيلُ</b> কার্যনির্বাহী
<b>الْمُعِيدُ</b> পুনঃ আনয়নকারী	<b>الْمُبْدِئُ</b> আদি সৃষ্টিকারী	<b>الْمُحْصِنُ</b> গঠনকারী	<b>الْحَمِيدُ</b> প্রশংসিত
<b>الْقَيْوُمُ</b> চিরস্থায়ী	<b>الْحَنُّ</b> চিরঙ্গীব	<b>الْمُبِيْتُ</b> মৃত্যুদাতা	<b>الْمُحْيِيُّ</b> জীবিতকারী
<b>الْأَحَدُ</b> এক ও অদ্বৈতীয়	<b>الْوَاحِدُ</b> একক	<b>الْبَاجِدُ</b> মহা সমানিত	<b>الْوَاجِدُ</b> প্রাপক

<b>الْمُقْدِّمٌ</b>	<b>الْمُقْتَدِرُ</b>	<b>الْقَادِرُ</b>	<b>الصَّدِّدُ</b>
অঃসেরকারী	ক্ষমতাবান	সরশকিমান	অমুখাপেক্ষী
<b>الظَّاهِرُ</b>	<b>الآخرُ</b>	<b>الأوَّلُ</b>	<b>الْمُؤَخِّرُ</b>
প্রকাশ	অনন্ত	অনাদি	পশ্চাদকারী
<b>الْبَرُّ</b>	<b>الْمُتَعَالٍ</b>	<b>الْوَالِيٌّ</b>	<b>الْبَاطِنُ</b>
কলাপদানকারী	মহাসম্মানিত	উত্তরাধিকারী	গোপন
<b>الرَّاعُوفُ</b>	<b>الْعَفُوُ</b>	<b>الْمُنْتَقِيمُ</b>	<b>الْتَّوَابُ</b>
অতীব দয়ালু	শুমাকারী	প্রতিশোধ হৃথককারী	তাৎক্ষণ্য কৃতকারী
<b>الْجَامِعُ</b>	<b>الْمُقْسِطُ</b>	<b>ذُو الْجَلَالِ وَالْأَكْرَامُ</b>	<b>الْيَالِكُ الْبِلْكُ</b>
একত্রিকারী	নায় বিচারক	মহেরের অধিকারী, মহাসম্মানিত	সার্বভৌম শক্তির মালিক
<b>الضَّارُّ</b>	<b>الْمَبَانِعُ</b>	<b>الْمُغْنِيٌّ</b>	<b>الْغَنِّيُّ</b>
ক্ষতি দাতা	বাধা দানকারী	অমুখাপেক্ষাকারী	অমুখাপেক্ষী
<b>الْبَدِيعُ</b>	<b>الْهَادِيُّ</b>	<b>النُّورُ</b>	<b>النَّافِعُ</b>
নবরূপে সৃষ্টিকারী	পথ প্রদর্শক	জ্যোতিময়ী	লাভ দাতা
<b>الصَّبورُ</b>	<b>الرَّشِيدُ</b>	<b>الْوَارِثُ</b>	<b>الْبَاقِيُّ</b>
অতীব ধৈর্যশীল	সং পথ প্রদর্শক	চূড়ান্ত মালিক	সর্বদা অবস্থানকারী



صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ



## মাছনূন দু'য়া সমূহঃ

ভুল ও অন্যায়ের কারণে বিপদ অথবা দুরবস্থা দেখা দিলে এই দুয়া পড়বে।

**لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝**

অর্থ : (হে আল্লাহ!) “আপনি ছাড়া কোনো (সত্ত্ব) ইলাহ নেই”। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম”।

ঘুমাবার সময় বলতে হয়

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে  
ঘুমাচ্ছি আর তোমার নামেই জাগ্রত হব।

**اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَ ۝**

ঘুম থেকে উঠে বলতে হয়

অর্থ : শোকর সেই আল্লাহর যিনি  
আমাকে ঘুমানোর পর জাগ্রত করেছেন।

**الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَحْيَنَا تَبَغْدَادَ  
مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝**

মসজিদে প্রবেশের দু'য়া

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার  
রহমতের দরজা খুলে দাও।

**اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۝**

মসজিদ হতে বাহির হবার দু'য়া

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ  
প্রার্থনা করছি।

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۝**

খাওয়ার শুরুতে বলতে হয়

অর্থ : আল্লাহর নামে এবং তাঁর পক্ষ থেকে  
বরকতের আশা নিয়ে শুরু করছি।

**بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ ۝**

খাওয়ার শেষে বলতে হয়

অর্থ : শোকর সেই আল্লাহর যিনি  
আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং  
মুসলিম বানিয়েছেন।

**الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَطْعَمَنَا وَسَقَنَا  
وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝**

ইফতারের সময় বলতে হয়

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য  
রোজা রেখেছি, আর আপনার দেয়া  
রিয়িক দিয়েই ইফতার করেছি।

**اللَّهُمَّ لَكَ صُنْتُ وَعَلَى  
رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ۝**

# দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসআলা

## ইস্তিখার সময় ৮ কাজ করা সুন্নাত

০১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।	০৫. টিলা কুলুখ ব্যবহার করা।
০২. জুতা-সেঙ্গেল পায়ে রাখা।	০৬. পানি খরচ করা।
০৩. মাথা ঢেকে রাখা।	০৭. ডান পা দিয়ে বের হওয়া।
০৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।	০৮. আগে পরে দু'য়া পড়া।

## ইস্তিখার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ

০১. কথা বলা।	০৫. সালামের উভর দেয়া।
০২. জিকির করা বা তাসবীহ পড়া।	০৬. খাওয়া ও পান করা।
০৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।	০৭. মিসওয়াক করা।
০৪. সালাম দেয়া।	০৮. লিখা পড়া করা।

## উয়ু-গোসলের মাসায়িল

### উয়ুতে ৪ ফরয

১. সমস্ত মুখ ধোয়া।	৩. মাথা মাসেহ করা।
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।	৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

### গোসলে ৩ ফরয

১. কুলি করা।	৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।
২. নাকে পানি দেওয়া।	

### উয়ু করার তরীকা

১. উয়ুতে নিয়ত করা সুন্নাত।	২. উয়ুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।
৩. দুই হাতের কবজিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	৪. মিসওয়াক করা সুন্নাত।
৫. তিনবার কুলি করা সুন্নাত।	৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।
৭. সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	৮. ঘন দাঁড়ি খিলাল করা মুস্তাহব।
৯. দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	১০. দুই হাতের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।
১১. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা সুন্নাত।	১২. দুই কান মাসেহ করা সুন্নাত।
১৩. দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	১৪. দুই পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।
১৫. প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।	১৬. উয়ুর শেষে কালিমা শাহাদাত পড়া মুস্তাহব।

### তায়াম্মুমের ৩ ফরয

১. নিয়ত করা।	৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহু করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসেহু করা।	

### উচ্চ ভঙ্গের কারণ ৭টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া (সামান্য হলেও)।	৪. থৃঢ়ুর সঙ্গে রঙের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।
২. মুখ ভরে বমি হওয়া।	৫. চিৎ বা কাঁ হয়ে হেলান দিয়ে ঘূম যাওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান হতে রাঙ্ক, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।	৬. পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।
	৭. নামাযে উচ্চ স্বরে হাসা।

### নামাযের মাসায়িল

নামাযের বাইরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয

### নামাযের বাইরে ৭ ফরয

১. শরীর পাক।	৫. কিবলামুঠী হওয়া।
২. কাপড় পাক।	৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া।
৩. নামাযের জায়গা পাক।	৭. নামাযের নিয়ত করা।
৪. সতর ঢাকা।	

### নামাযের ভিতরে ৬ ফরয

১. তাকবীরে তাহ্রীমা বলা।	৪. রংকু করা।
২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া।	৫. দুই সিজ্দা করা।
৩. ক্রিবাত পড়া।	৬. আখিরী বৈঠক।

### নামাযের ওয়াজিব ১৪ টি

১. আলহামদু শরীফ (সূরা ফাতিহা) পুরা পড়া।
২. আলহামদুর সঙ্গে সূরা মিলানো।
৩. রংকু-সিজ্দায় দেরী করা।
৪. রংকু হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া।
৫. দুই সিজ্দার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৬. মধ্যের বৈঠক করা (৩ রাকাত বা ৪ রাকাত বিশিষ্ট নামাযে ২ রাকাত পর বসা)।
৭. দুই বৈঠকে আন্তিহ্যাত্তু পড়া।
৮. ইমামের জন্য ক্রিবাত আন্তে এবং জোরে পড়া।

## নামায়ের ওয়াজির ১৪ টি

৯. বিতির নামাযে দু'য়া কুন্ত পড়া ।
১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা ।
১১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে ক্ষুরআতের জন্য নির্ধারিত করা ।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির তারতীব ঠিক রাখা ।
১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা ।
১৪. সালাম দিয়ে নামায শেষ করা ।

## নামাযে সুন্নাতে মুয়াক্হাদাহু ১২ টি

১. দুই হাত উঠানো ।	৭. প্রত্যেক উঠা বসায় আঞ্চাহ আকবার বলা ।
২. দুই হাত বাঁধা ।	৮. রংকুর তাসবীহ পড়া ।
৩. সানা পড়া ।	৯. রংকু হতে উঠার সময় তাসবীহ পড়া ।
৪. আ'উয়ুবিল্লাহ পড়া ।	১০. সিজনার তাসবীহ পড়া ।
৫. বিস্মিল্লাহ পড়া ।	১১. দরজ শরীফ পড়া ।
৬. আলহামদুর শেষে আমীন বলা ।	১২. দু'য়া মাছুরাহ পড়া ।

## নামায ভঙ্গের কারণ ১৯ টি

১. নামাযে অশুন্দ পড়া ।	৫. উহ আহ শব্দ করা ।
২. নামাযের ভেতর কথা বলা ।	৬. বিনা ওজরে কাশি দেয়া ।
৩. কোন লোককে সালাম দেয়া ।	৭. আমলে কাছীর করা ।
৪. সালামের উত্তর দেয়া ।	৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করে কাঁদা ।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা ।	
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর লোকের লোকমা এহণ করা ।	
১১. সুসংবাদ ও দৃঃসংবাদের উত্তর দেয়া ।	
১২. নাপাক জায়গায় সিজনা করা ।	
১৩. কিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া ।	
১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া ।	
১৫. নামাযে শব্দ করে হাসা ।	
১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা ।	
১৭. হাঁচির উত্তর দেয়া ।	
১৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা ।	
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদি খাড়া হওয়া । (ইমাম হতে মুক্তাদী এগিয়ে দাঁড়ানো) ।	

## গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদিস

**فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

১	তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (বুখারী শরীফ)	<b>خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ -</b>
২	দ্঵িনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরাজ। (ইবনে মাযাহ)	<b>طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيقَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -</b>
৩	তোমার ঈমানকে খাঁটি করো, অঙ্গ আমলেই নাযাতের জন্য যথেষ্ঠ হবে। (মুস্তাফারকে হাকেম)	<b>أَخْرِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ -</b>
৪	কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদাত। (বুখারী শরীফ)	<b>أَفْضَلُ الْعَبَادَةِ تِلَاؤُ الْقُرْآنِ -</b>
৫	তোমরা ফারায়েজ এবং কুরআন মাজীদ শিক্ষা করো এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও, কেননা আমি চিরকাল থাকব না। (আবু দাউদ)	<b>تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعِلْمُ النَّاسِ فَإِنِّي مَغْبُوضٌ -</b>
৬	তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যক্তি হতে আমার মর্তবা যত বড়, আবেদের চেয়ে একজন আলেমের মর্তবা তত বড়। (তিরমিয়ী শরীফ)	<b>فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَانِكُمْ -</b>
৭	নামাজ বেহেস্তের চাবি। (মিশকাত শরীফ)	<b>مَفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلُوْثُ -</b>
৮	কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার নামায়ের হিসাব হবে। (তুবরানী)	<b>أَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلُوْثُ -</b>
৯	লজ্জা ঈমানের (বড়) অঙ্গ (বুখারী শরীফ)	<b>الْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنْ إِلَيْمَانِ -</b>
১০	পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (বায়হাকী)	<b>الْطَّهُورُ شَطْرُ إِلَيْمَانِ -</b>
১১	যে ব্যক্তি আল্লাহ'র নিকট চায় না, আল্লাহ তা'য়ালা তার উপর রাগান্বিত হন। (তিরমিয়ী শরীফ)	<b>مَنْ لَمْ يَسْتَكِنْ اللَّهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ -</b>
১২	দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথিকের মতো থাকো। (মিশকাত শরীফ)	<b>كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ سَيِّئِلٌ -</b>

১৩	আল্লাহ তায়ালা এই বাত্তির প্রতি রহম করেন না যে মানুষের উপর দয়া করেন না। (বুখারী শরীফ)	لَا يَرْحِمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحِمُ النَّاسَ -
১৪	প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (তিরমিয়া শরীফ)	الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِيمٌ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَرِهُ -
১৫	দুনিয়ার ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল। (রাজীন)	حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسٌ كُلُّ خَطِئَتِهِ -
১৬	কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট, যা-ই শুনে তা-ই বলে। (মুসলিম শরীফ)	كَفَىٰ بِالْمُرْءِ كَذِبًاٰ أَنْ يُحَرِّكَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ -
১৭	হারাম ভক্ষণকারীর দেহ বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। (বায়হাকী)	لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسْدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ -
১৮	উপরের হাত নীচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ (নেয়ার চেয়ে দেয়া ভাল)। (বুখারী শরীফ)	أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنِ الْيَدِ السُّفْلَىٰ -
১৯	চোগলখোর বেহেস্তে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম শরীফ)	لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَيَّارٌ -
২০	যে ঘরে কুকুর এবং জীবের ছবি থাকে, এই ঘরে রহমতের ফেরেন্টা প্রবেশ করে না। (বুখারী শরীফ)	لَا يَدْخُلُ الْمُلَكَّةَ يَبْتَأِ فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تَصَادِ وَيَرِهُ -
২১	নিকৃষ্টতম স্থান হলো বাজার। (মুসলিম শরীফ)	شَرُّ الْبَقَاعِ أَسْوَاقُهَا -
২২	মঙ্গল কামনার নাম দ্বীন। (বুখারী শরীফ)	الدِّينُ النَّصِيحةُ -
২৩	ইলমে দ্বীন চর্চার একটি মাজলিছ ষাট বৎসর নক্ফল ইবাদত হতে উন্নত্য। (মিশকাত শরীফ)	مَجْلِسٌ فِيهِ حَيْثُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً -
২৪	ওজন করো এবং বুলিয়ে মেপে দাও। (মাজমা'আ)	زِنْ وَأَرْجَحُ -
২৫	দু'য়া মছিবতকে দ্রুতভূত করে। (মাজমা'আ)	الْدُّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ -
২৬	খাদ্যকে সম্মান কর। (মাজমা'আ)	أَكْرِمُوا الْخُبْرَ -
২৭	দৃষ্টির দ্বারা চক্ষুদ্বয়ের যিনা হয়। (মিশকাত শরীফ)	الْعَيْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظَرُ -
২৮	তোমরা পরস্পর পরস্পরকে হাদিয়া দাও তাতে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা স্থাপিত হবে। (দারিয়া)	تَهَا دُوَا تَحَابُوا -